বাংলা ওয়ার্ক বুক

অষ্টম শ্রেণি

চয়নিকা

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

অষ্টম শ্রেণির বাংলা ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহায়তায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
ধলাই জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি যারা তৈরি করেছেন ...

শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত, শিক্ষক

শ্রী মৃণাল নমঃশূদ্র, শিক্ষক

শ্রী মলিন দত্ত, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা

শ্রী গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক

সূচিপত্র

গদ্যাংশ

১/	বৃষ্টি — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭
২/	যুবশক্তির প্রতি আহ্বান — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি	১৪
৩/	রাজর্ষি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
৪/	জাতীয়তাবোধ — স্বামী বিবেকানন্দ	২৯
৫/	লালু — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪
৬/	বিদ্যাসাগর (নাট্যাংশ) — বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)	৪১
৭/	আশ্রম স্মৃতি — সত্যরঞ্জন বসু	৪৭
৮/	একটি অভিনব আবিষ্কার — ডঃ বিশ্বনাথ রায়	৫৩
৯/	এসেছে সে একদিন — উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
১০/	ভূমিকম্প : এক বিপর্যয় — ঋতা দাস নায়েক	৬৫
১১/	শক্তিপীঠ উদয়পুর	৭১

পদ্যাংশ

১/	একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা — কাশীরাম দাস	৭৮
২/	স্বদেশ — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৮৩
৩/	বিজয়া দশমী — মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৯০
৪/	প্রশ্ন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৬
৫/	ঝর্ণা — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১০২
৬/	কুলি-মজুর — কাজী নজরুল ইসলাম	১০৯
৭/	আবার আসিব ফিরে — জীবনানন্দ দাশ	১১৬
৮/	পূর্ব-পশ্চিম — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১২১
৯/	চিঠিপত্র	১২৭
১০/	অনুচ্ছেদ	১৩১
১১/	আদর্শ প্রশ্নপত্র	১৩৫

বৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি : (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

বাংলা উপন্যাস জগতের প্রথম সার্থক শিল্পী ও জনক ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২৬ জুন, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনা করতেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় একজন সার্থক শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'যুগলাঙ্গারীয়', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা', 'সীতারাম' প্রভৃতি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের 'সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে পরিচিত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ই এপ্রিল এই মহান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে।

উৎস ঃ 'বৃষ্টি' পাঠ্যাংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কবিতা সমগ্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্গত। এটি একটি গদ্যনিবন্ধ।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ একতাই বল, ঐক্যহীনতাই দুর্বলতা। ঐক্যবদ্ধ শক্তিই কাজ করার শক্তি যোগায়। আষাঢ় এবং শ্রাবণ এই দুই মাস মিলে বর্ষাকাল। তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। একটি ক্ষুদ্র বৃষ্টিকণা নিতান্তই শক্তিহীন। এর দ্বারা কিছুই হয় না। কারণ একটিমাত্র বৃষ্টিকণা সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে মাঝপথেই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু সমবেত বৃষ্টিবিন্দুর প্রবল ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়। বাতাসের সাহায্যে বৃষ্টিকণাগুলো দরজা জানালা দিয়ে মানুষের ঘরে ঢুকে মানুষের কাজকে দ্বিগুণ করে।

আষাঢ়ের নতুন জলের স্পর্শে পৃথিবী আহ্লাদিত হয়, গাছপালা আনন্দে মাথা নাড়ায়, নদী জলমগ্ন হয়, কৃষকেরা জমি চাষ করে পৃথিবী শস্য শ্যামলা হয় এবং তৃণলতা, পশুপাখি ও মানুষ বাঁচে। অনেক সময় বৃষ্টির মাত্রাতিরিক্ত প্রাবল্যে পর্বত, গুহা, দেশ-প্রদেশ ভেসে গিয়ে নতুন দেশের সৃষ্টি করে। বৃষ্টি কোথাও কোথাও পৃথিবীকে জলমগ্ন করে, মানুষ মারে আবার কোথাও বা পৃথিবীকে শস্য শ্যামল করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :

"দেখো, যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই সেই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিয়ো না— অর্ধপথে ওই প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে। চলো, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান—১)**

ঐক্য — একতা।

অর্বুদ — তুচ্ছ — প্রচণ্ড— বিশোষিতা —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ : **(মান—১)**

ক) পদ পরিবর্তন করো

ঐক্য — **এক।**

তুচ্ছ — প্রচণ্ড — ক্ষুদ্র — পৃথিবী —

খ) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান—১)**

ঐক্য — **অনৈক্য।**

ক্ষুদ্র — সামান্য — ভাসাইব—

গ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান—১)**

অ) ক্ষুদ্র / ক্ষুর্দ্র / খোদ্র উঃ ক্ষুদ্র।

আ) তোচ্ছ / তূচ্ছ / তুচ্ছ উঃ

ই) প্রচন্দ্র / প্রচণ্ড / প্রছন্ড উঃ

ঈ) পৃথিবি / পৃথীবি / পৃথিবী উ ঃ

ঘ) বাক্য রচনা করো : **(মান—১)**

ক্ষুদ্র — যে একা সেই ক্ষুদ্র।

তুচ্ছ —

লক্ষ —

পৃথিবী —

৩/ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান—১)**

ক) যে একা সে কী?

উঃ যে একা সে ক্ষুদ্র।

খ) যাহার ঐক্য নাই সে কী ?

উঃ

গ) বৃষ্টিবিন্দু একা নামলে কী গতি হবে ?

উঃ

ঘ) কারা এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাবে ?

উঃ

ঙ) 'সহস্র' শব্দের অর্থ কী?

উঃ

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য।"-

— যে একা সেই ক্ষুদ্র ও সামান্য কেন? ঐক্য না থাকলে কী হয়? (২+৩ = ৫)

উঃ আলোচ্য উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'বৃষ্টি' নামক রচনার ক্ষুদ্র বৃষ্টি কণা সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে।

ক্ষুদ্র বৃষ্টি কণা যখন একা পৃথিবীতে নেমে আসে তখন সে একা ক্ষুদ্র। কিন্তু যখন এই ক্ষুদ্র বৃষ্টি কণা এককভাবে আসে তখন সে খুবই শক্তিশালী। অর্থাৎ একা মাত্রই হীনবল, সে কোনো কঠিন কাজ করতে পারে না। বিরুদ্ধ শক্তির কাছে পরাজিত হয়, নিজে লুপ্ত হয়। তাই যে একা সে সামান্য ও ক্ষুদ্র।

একক সর্বদা শক্তিহীন। শক্তিশালী হয়েও ঐক্য না থাকার ফলে কোনো মহান কাজ করা যায় না। একটি মাত্র বৃষ্টি বিন্দু যখন একা আকাশ থেকে নেমে আসে তখন সে মাঝ পথে সূর্যের কিরণে শুকিয়ে যায়। ঐক্যহীনতার কারণে কোনো ভালকাজই সুসম্পন্ন হয় না। বৃষ্টির প্রসঙ্গেই তাই লেখক বলেছেন- একক বৃষ্টি নদী-নালার জল পূর্ণ করতে পারে না, পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করতে পারে না। তেমনি ঐক্য না থাকলে জগৎ ও জীবনের কোনো কল্যাণসাধন করা সম্ভব হবে না।

খ) "যাহার ঐক্য নাই সে তুচ্ছ"-

— কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? প্রসঙ্গ লেখো। উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

গ) "চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।"

— কারা পৃথিবী ভাসাবে? তারা কীভাবে পৃথিবী ভাসাবে আলোচনা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :

"কে যুদ্ধ দিবে? বায়ু? ইস্। বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশদেশান্তর বেড়াইব। আমাদের এই বর্ষা-যুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে বড়ো বড়ো গ্রাম, অট্টালিকা স্রোতোমুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। আমরা জাতিতে জল। কিন্তু রঙ্গারস জানি । মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া ভ্রমরের অন্ন মারি, মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায়ই ফলার মাখিয়া দিয়া যাই, আর রামি চাকরানি কাপড় শুকাইতে দিলে তাহার কাজ প্রায় দ্বিগুণ করিয়া রাখি।"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

দেশান্তর — অন্যদেশ।

অট্টালিকা — রঙ্গারস — ফলার — পুষ্টি—

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

লোক — লৌকিক।

গ্রাম — জল — কাজ —

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

দেশান্তর — স্রোতোমুখে —

গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দেশান্তর	অন্যদেশ	নিত্যসমাস
বর্ষাযুদ্ধ		
ঘোড়ামাত্র		
স্রোতোমুখে		

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) বৃষ্টিকণা কার ঘাড়ে চড়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় ?

উ:- বৃষ্টিকণা বায়ুর ঘাড়ে চড়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

খ) বৃষ্টির বর্ষাযুদ্ধে কে ঘোড়া মাত্র?

উঃ:-

গ) বৃষ্টি জাতিতে কী?

উ:-

ঘ) বৃষ্টি কার অন্ন মারে?

উ:-

ঙ) বৃষ্টি কোথায় ফলার মেখে দিয়ে চলে যায় ?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) 'বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশদেশান্তর বেড়াইব।"

— উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা, কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? কে, কীভাবে বায়ুর ঘাড়ে চড়ে দেশদেশান্তর বেড়াবে ? (২+৩ = ৫)

উ:- .....

.....

.....

খ) " আমরা জাতিতে জল কিন্তু রঙ্গারস জানি।"

— উক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া ? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (১+৪ = ৫)

উ:- .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"দেখো ভাই, কেহ একা নামিয়ো না — ঐক্যই বল — নহিলে আমরা কেহ নহি। চলো, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব— মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব — মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণলতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব — পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু। আমাদের সমান কে ? আমরাই সংসার রাখি।"

১/ নীচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লেখো : **(মান-১)**

ক) ঐক্য হল দুর্বলতা।

উ:- মিথ্যা।

খ) 'বৃষ্টি' রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

উ:-

গ) ক্ষুদ্র হল আকাশ।

উ:-

ঘ) বৃষ্টি শস্য ক্ষেত্রে শস্য জন্মিয়ে মানুষকে বাঁচাবে।

উ:-

২/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) "দেখো ভাই, কেহ একা নামিয়ো না।" — এখানে 'ভাই' কে?

উ:- এখানে 'ভাই' হল অন্য শ্রোতা বৃষ্টিবিন্দু।

খ) কারা পৃথিবী রাখবে বলে মনে করছে ?

উ:-

গ) বৃষ্টি কীভাবে মানুষকে বাঁচাবে?

উ:-

ঘ) বৃষ্টি কীভাবে মানুষের বাণিজ্যকে বাঁচাবে?

উ:-

ঙ) সংসারকে কারা রাখে?

উ:-

৩/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "ঐক্যই বল- নহিলে আমরা কেহ নহি।"

— কার লেখা কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত ? উদ্ধৃতাংশটির মধ্য দিয়ে লেখক কী বলতে চেয়েছেন আলোচনা করো। (২+৩ = ৫)

উ:- .....

.....

.....

খ) " আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।"

— 'সংসার রাখি' কথাটির অর্থ কী? কারা কীভাবে সংসার রাখে তা বর্ণনা করো। (২+৩ = ৫)

উ:- .....

.....

.....

.....

গ) 'বৃষ্টি' রচনাটির মধ্য দিয়ে লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উঃ .....

.....

.....

একক -১: গদ্য

যুব শক্তির প্রতি আহ্বান

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি

লেখক পরিচিতি (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রিঃ) :

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধি এবং মাতার নাম পুতলিবাই গান্ধি। তিনি জাতির 'জনক', 'মহাত্মা' এবং 'বাপুজি' নামেই আসমুদ্র হিমাচল এই ভারতভূমিতে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিসংবাদি নেতা। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধীজির অহিংসা-অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল অভিনব। তিনি ছিলেন বহুমুখী লেখক, সম্পাদক। তিনি সম্পাদনা করছেন গুজরাটি, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় পত্রিকা হরিজন। তাঁর সাহিত্য-কর্ম বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ।

উৎস ঃ 'যুবশক্তির প্রতি আহ্বান'— রচনা 'আমার ধ্যানের ভারত' নামক অনূদিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ গান্ধিজি তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে স্বাধীন ভারতের চিত্র এঁকেছেন আলোচ্য 'যুবশক্তির প্রতি আহ্বান' প্রবন্ধে। সত্য, অহিংসা ও শান্তির পূজারি নতুন ভারত নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই কাজে দেশের যুবশক্তিই ছিল তাঁর ভরসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। যৌবন বিশ্বের সর্বত্রই চঞ্চল অথচ এরাই শক্তির আধার, এরাই হতে পরে নিয়মনিষ্ঠ ও কর্মযোগী। ভারতবর্ষ গ্রামে গাঁথা দেশ। গান্ধিজি যুবশক্তিকে গ্রামে যেতে অনুরোধ করেছেন। কারণ ভারতকে পাওয়া যাবে গ্রামে, শহরে নয়। গ্রামবাসীদের অপরিচ্ছন্নতা, অপুষ্টি ও জড়ত্ব শিক্ষার মাধ্যমে দূর করতে হবে। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে রচিত হবে গ্রাম-সমাজ। সহযোগিতা ও সহমর্মিতা হবে গ্রাম সমাজের চালিকাশক্তি। দেশের যুবশক্তি গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাগ্রত, মুক্ত ও শাশ্বত ভারত গড়ে তুলুক এটাই সকলের প্রত্যাশা।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

দেশের যুবশক্তির উপরই আমার আশা। যুবকদের অনেকে পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয়। অসহায়ভাবে পূর্বাপর চিন্তা না করে তারা এ পথে এসে পড়েছে। এতে সমাজের কী হানি হচ্ছে তা তাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যে, কঠোর অনুশাসনময় জীবনযাত্রা ছাড়া আর কিছুই তাদের বা দেশের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

সর্বোপরি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত এবং লোভ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর সহায়তা না করা পর্যন্ত নীরস অনুশাসন তাদের বিশেষ কিছু হিত সাধন করতে সমর্থ হবে না। বাহ্যিক কোনও প্রকাশ ছাড়াই শিশু যেমন মায়ের স্নেহ অনুভব করতে পারে, তেমনি তিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান, এই অনুভূতি আসাকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বলা হয়।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান-১)**

যুবশক্তি — যুবকদের সামর্থ্য বা চেতনা।

উপলব্ধি — প্রত্যক্ষ —

যাত্রা— হিত —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

দেশ—দেশি ।

চিন্তা — ঈশ্বর —

সহায়তা— বিরাজমান —

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

স্বভাবপাপী — যুবকদের অনেকে পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয়।

কঠোর —

স্নেহ —

সমাজ —

আশা —

গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত করো : **(মান- ১)**

যুবকদের অনেকে পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয়। অসহায়ভাবে পূর্বাপর চিন্তা না করে তারা এ পথে এসে পড়েছে।

এতে সমাজের কী হানি হচ্ছে, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

উঃ .....

.....

.....

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

পাপী—নিষ্পাপ।

লোভ — বাহ্যিক — হিত — অসহায় —

ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

পাপাসক্ত = পাপ + আসক্ত।

পর্যন্ত = নীরস =

পূর্বাপর = প্রত্যক্ষ =

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) দেশের যুবশক্তির উপর কার আশা ?

উঃ

খ) কারা স্বভাবপাপী নয় ?

উঃ

গ) দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে যুবকদের কী করতে হবে?

উঃ

ঘ) কোন্ অনুভূতি আসাকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বলা হয়?

উঃ

ঙ) কে আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান ?

উঃ

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "দেশের যুবশক্তির উপরই আমার আশা।"

— বক্তা কে? কেন তিনি দেশের যুবশক্তির উপর আশা প্রকাশ করেছেন ? (১+৪ = ৫)

উ:- আলোচ্য উক্তিটির বক্তা হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি।

গান্ধিজির কাছে দেশের যুবশক্তিই ছিল তাঁর ভরসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। কারণ তারাই দেশ ও জাতির বর্তনাম ও ভবিষ্যৎ। তাদের উপরই নির্ভর করে, সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গল। যুবশক্তি তাদের কর্মোদ্যম মনোভাব, ধৈর্য ও সাহসের দ্বারা সকল বাধার পাহাড় অতি সহজেই ডিঙোতে পারে। তারাই আমাদের দেশের গ্রামে বসবাসকারী অভাবী-অপুষ্ট, জড়সদৃশ কৃষককুলকে উন্নততর করতে পারবে। রোগীর পরিচর্যাকারিণীর মতো তাদেরকে ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠতে হবে। গান্ধিজি জানেন, তারাই ভারত আদর্শের প্রতীক, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিক ধারক ও বাহক। তাই ভারতীয় কৃষকদের স্বরূপ আনতে যুবশক্তির উপর আশা রেখেছেন।

খ) "এই অনুভূতি আসাকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বলা হয়।"

— কার লেখা এবং কোন্ রচনার অংশবিশেষ? 'এই অনুভূতি'-কে 'ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ করা' বলা হয়েছে কেন? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

গ) "যুবকদের অনেকে পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয়।"

— কার উক্তি? কাদের সম্পর্কে এই উক্তি? তারা পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয় কেন? (১+২+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং জড়তা— এই তিনটি রোগ গ্রামগুলোকে তাদের বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে, তার সমাধান করা প্রয়োজন। নিজেদের শুভাশুভের প্রতি তারা মনোযোগী নয়। তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আধুনিক ব্যবস্থার প্রশংসা করে না। কোনওরকম ভাবে একটুখানি জমি আঁচড়ানো বা ওই জাতীয় কাজ, যাতে তারা অভ্যস্ত, তা করা ছাড়া অন্যরকমে তারা শরীরকে খাটাতে চায় না। এ অসুবিধাগুলো বাস্তব এবং কঠিন। তবে এতে হতাশ হলে আমাদের চলবে না। আদর্শে আমাদের অবিচল বিশ্বাস থাকা দরকার। আমরা হব ধৈর্যশীল, গ্রামের কাজে আমরা শিক্ষানবিশ মাত্র। আমরা ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হলে পর্বত-প্রমাণ বাধাবিঘ্নও অতিক্রম করতে পারি। আমরা হচ্ছি রোগীর পরিচর্যাকারিণীদের মতো, রোগীর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে জেনেও যারা ধৈর্য হারায় না।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

বজ্রমুষ্টিতে — দৃঢ়ভাবে।

জড়তা — আধুনিক —

সমাধান — ধৈর্যশীল—

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

পরিষ্কার — পরিষ্কৃত।

পরিচ্ছন্ন— অভ্যস্ত—

বাস্তব — আদর্শ—

খ) ব্যাসবাক্য সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

শুভাশুভ — শুভ ও অশুভ (দ্বন্দ্ব সমাস)।

অসুবিধা —

অবিচল —

অপুষ্টিকর —

শিক্ষানবিশ —

গ) গঠন অনুসারে নীচের বাক্যগুলো নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) নিজেদের শুভাশুভের প্রতি তারা মনোযোগী নয়।

উঃ-

আ) এ অসুবিধাগুলো বাস্তব এবং কঠিন।

উঃ-

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ) প্রশংশা/প্রশংসা/প্রসংসা। উ: প্রশংসা।

আ) শরীর/শরীল/শরীড়। উ:

ই) ভাস্তব/বাস্তব/বাস্তভ। উ:

ঈ) অধ্যাবসায়/অধ্যবসায়/আধ্যাবসায়। উ:

উ) অতিকর্ম/অতিকম্র/অতিক্রম। উ:

ঙ) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

রোগ—রোগিণী।

পরিচর্যাকারিণী— ধৈর্যশীল—

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) কোন্ তিনটি রোগ ভারতের গ্রামগুলোকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে?

উঃ-

খ) কারা নিজেদের শুভাশুভের প্রতি মনোযোগী নয়?

উঃ-

গ) গ্রামের কাজে আমাদের অবস্থান কীরূপ ?

উঃ-

ঘ) গ্রামের কাজে আমাদের কাদের মতো হতে হবে?

উঃ-

ঙ) কারা ধৈর্য হারায় না?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) " এই যে তিনটি রোগ গ্রামগুলোকে তাদের বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে।"

— কোন্ তিন রোগের কথা বলা হয়েছে? এদের প্রতিকারের উপায় কী? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

.....

খ) " আমরা হচ্ছি রোগীর পরিচর্যাকারিণীদের মতো, রোগীর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে জেনেও যারা ধৈর্য হারায় না।"

— রোগীর পরিচর্যাকারিণীদের চরিত্রের কী লক্ষণীয় দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? দেশের যুবকদের ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য এই উদাহরণটি কতখানি যুক্তিযুক্ত হয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

.....

রাজর্ষি

লেখক— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

কবি পরিচিতি: (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে বৈশাখ) উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত এবং অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প, উপন্যাস, পত্র সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্য রাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত' 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'খেয়া', 'পূরবী', 'প্রান্তিক', 'নৈবেদ্য', 'আরোগ্য', প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 'জাতীয় সংগীত' এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই" এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই অগাস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ২২শে শ্রাবণ)।

উৎস ঃ 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে সংকলিত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ দিনের শেষে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁর ছোটোভাই নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন মেঘের অন্ধকারে বনের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। বনের গভীরে যাবার সময় নক্ষত্ররায়ের মনে সন্দেহ ও ভয়ের সৃষ্টি হল রাজা তাঁর চক্রান্ত ধরে ফেলে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্যই এখানে নিয়ে এসেছেন। চারিদিকে নির্জন পরিবেশে একটি জলাশয়ের তীরে এসে রাজা নক্ষত্ররায়কে দাঁড়াতে বললেন। বনের সমস্ত শব্দ বন্ধ হয়ে, কেবল 'দাঁড়াও' শব্দটি এক গাছ থেকে অন্য গাছে, তাদের শাখাপ্রশাখায় অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাজার আদেশে চমকে উঠে বজ্রাহতের মতো নক্ষত্ররায় বনের এক নির্জনতম স্থানে দাঁড়াল। নক্ষত্ররায় তার আসন্ন চরম শাস্তির কথা বুঝল। কিন্তু রাজা যা বললেন তা নক্ষত্ররায়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়ের ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তাকে বললেন যে, রাজমুকুট মাথায় ধারণ করলেই রাজা হওয়া যায় না। প্রজার দুঃখ দুর্দশাকে আপনার করে নিয়ে তাদের কল্যাণ সাধন করাই রাজার প্রকৃত ধর্ম। ষড়যন্ত্রকারী পুরোহিত রঘুপতির কাছ থেকে দূরে থাকতে নক্ষত্রকে তিনি পরামর্শ দিলেন। গোবিন্দমাণিক্য তাঁকে হত্যা করার জন্য নক্ষত্ররায়ের হাতে তলোয়ার দিলেও নক্ষত্ররায় সে তলোয়ার ধরতে পারল না।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পৃথিবীতে সবচেয়ে অমিলন, অটুট ও পবিত্র। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা এক স্বর্গীয় প্রতিচ্ছবি। অতএব মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য অবোধ ছোটোভাই নক্ষত্ররায়কে রাজপুরোহিত রঘুপতির স্বার্থান্ধ ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থাকতে এবং রাজার স্নেহচ্ছায়ার নির্ভয় আশ্রয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে উপদেশ দিলেন।

নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে- কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চিৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে- তাহারা একটি কথা কহে না কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে। তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর ওঠে না - চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

পদব্রজে — পায়ে হেঁটে।

ভ্রম — অবিশ্রাম— বিলম্ব —

প্রাচীন— অনিমেষ— নেত্রে—

ভ্রুকুটি—

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

মেঘ-মেঘলা।

অরণ্য— আকাশ— বন—

সন্ধ্যা — বিলম্ব—

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

সন্ধ্যা = সম্ + ধ্যা।

কিন্তু = নির্জন =

পর্যন্ত = নিস্তব্ধ =

গ) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

সন্ধ্যা — সকাল।

বিলম্ব— ভ্রম— স্থির —

অবিশ্রাম — প্রাচীন —

ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চারিদিকে—	চারিদিকের সমাহার	দ্বিগু
নির্জন—		
অনিমেষ—		

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) কাকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ অরণ্যের দিকে চলেছেন?

উঃ-

খ) কারা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া অবিশ্রাম চিৎকার করছে?

উঃ-

গ) চিলেরা কী করছে ?

উঃ-

ঘ) দুই ভাই কোথায় প্রবেশ করলেন?

উঃ-

ঙ) কার গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।"

— কখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ ছম্‌ করতে লাগল? কেন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করছিল? (২+৩ = ৫)

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'রাজর্ষি' গদ্যাংশে এক বর্ষার প্রাক্‌সন্ধ্যায় রাজা গোবিন্দমাণিক্য ছোটো ভাই নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে এক গভীর নির্জন বনের মধ্য দিয়ে যেতে লাগলেন। মেঘের অন্ধকাকে বনের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। চারদিক জনমানবশূন্য, নিস্তব্ধ। এই অবস্থায় দুই ভাই গভীর থেকে গভীরে যেতে লাগলেন, তখন ভয়ে নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ ছম্‌ করতে লাগল।

নক্ষত্ররায়ের গা ছম ছম করার পেছনে কারণ গুলো হল-

১) নক্ষত্ররায় পুরোহিত রঘুপতির প্রভাবে বড়োভাই রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এ কথা রাজা যদি জেনে গিয়ে থাকেন, তবে তিনি রাজার মুখোমুখি কীভাবে দাঁড়াবেন, তাই তাঁর মনে ভয়।

২) মেঘের অন্ধকারে জনমানবশূন্য নির্জন বনের ভয়াবহ নির্জনতা।

৩) রাজা হয়তো ভাইয়ের ষড়যন্ত্র জেনে এখন কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্যই জনমানবহীন নির্জন বনে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

এই সব দুশ্চিন্তার জন্যই নক্ষত্ররায়ের গা ছম ছম করেছিল।

খ) "বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে।"

— কার লেখা কোন্ রচনার অংশ? প্রসঙ্গ লেখো। (২+৩ = ৫)

উঃ-

গ) "তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে,

তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে।"

— কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? 'তাহার' বলতে কাদের বলা হয়েছে? তাৎপর্য লেখো। (১+২+২ = ৫)

উঃ-

নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল, ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছু ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

অদৃষ্ট — ভাগ্য।

অন্তরাল— ঠাহর পাওয়া—

গুরুতর — পরিত্রাণ—

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

অত্যন্ত— অতি + অন্ত।

নীরব = নিশ্চয় = শান্তি =

খ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ) অরণ্য/অরোন্য/অরন্য। উঃ অরণ্য।

আ) নিরব / নীরব/ ণিরব। উঃ

ই) পৃথিবি / পৃথিবী / প্রিথিবী। উঃ

ঈ) শান্তি/ সান্তি/শান্তী। উঃ

গ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

সমস্ত পদ	*ব্যাসবাক্য*	*সমাসের নাম*
অদৃষ্ট	নয় দৃষ্ট	না-তৎপুরুষ/ সমাস।
নীরব		
ঊর্ধ্বশ্বাসে		

ঘ) নীচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

ভয় —

নীরব —

অরণ্য—

পরিত্রাণ —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) কার মনে অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল ?

উ:

খ) নক্ষত্ররায়ের কী মনে হয়েছিল ?

উ:

গ) নক্ষত্ররায় কী করতে পারলে বাঁচেন?

উ:

ঘ) কার মনে হয়েছিল কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই?

উঃ

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল।"

— নক্ষত্ররায় কে ? কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁর সন্দেহ ও ভয় জন্মাল ? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) "নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন।"

— কে মনে করলেন? কোন্ কথা রাজার কাছে ধরা পড়ার ভয় ছিল? (১+৪ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

গ) "কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।"

— কার কাছ থেকে কার পরিত্রাণ নেই? কেন পরিত্রাণ নেই? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

" রাজা কহিলেন, " কেন মরিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? .... পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই-পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ করে যে সে তো দস্যু, সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে। সেই অভিশাপ ধারা হইতে কোনো রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীরা ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

রাজছত্র — রাজার মাথার ছাতা।

স্কন্ধ — পর্ণকুটির—

প্রাসাদ— অহর্নিশি—

মলিন— কন্থা—

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

সিংহাসন = সিংহ + আসন।

অহর্নিশি = শীতাতুর =

অলংকার = ছিন্ন =

খ) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

অলংকার = অলংকৃত।

বশ — রক্ত —

রাজা— দুঃখ—

গ) নীচের বক্তব্যগুলো কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা লেখো : **(মান- ১)**

অ) 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। উ: সত্য।

আ) পৃথিবীর দুঃখ হরণ করে যে সেই পৃথিবীর দস্যু। উ:

ই) দারিদ্র শব্দটির বিপরীত শব্দ হল প্রাচুর্য। উ:

ঈ) পৃথিবী শব্দটির সমার্থক শব্দ হল ধরণী। উ:

উ) 'রাজর্ষি' গদ্যে রাজপুরোহিত হলেন নক্ষত্ররায়। উ:

ঘ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
রাজছত্র		
পর্ণকুটির		
অহর্নিশি		

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) পৃথিবীর রাজা কে?

উঃ পৃথিবীর দুঃখ হরণ করে যে সেই পৃথিবীর রাজা।

খ) দস্যু কে?

উঃ

গ) দস্যুর মাথায় দিনরাত কী বর্ষিত হয়?

উঃ

ঘ) কীভাবে রাজা হতে হয়?

উঃ

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "কেহ মারিবে ভাই, রাজ্যের লোভে?"— কে, কাকে বলেছিলেন? লোভের নিবৃত্তি হল কীভাবে? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) " রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

— উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ গদ্যের অন্তর্গত? আলোচ্য কাহিনির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

জাতীয়তাবোধ

স্বামী বিবেকানন্দ

লেখক পরিচিতি: (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি)

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি কলকাতার সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। কলকাতার এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (পরবর্তী নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে বি এ পাশ করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পুজারি শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে' এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও বেলুড় মিশন প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে মানব সেবার কাজ করেন। তাঁর বহু মৌলিক গ্রন্থ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিবেকানন্দের উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ হল - 'পরিব্রাজক', 'পাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' ইত্যাদি।

উৎস গ্রন্থ ঃ 'বর্তমান ভারত' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ এই গদ্যাংশের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বদেশ প্রেম এবং দেশ সেবার বার্তা দিতে চেয়েছেন। স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাই যে ভেদাভেদহীন সমাজ গড়ে তুলতে পারে সেই বিষয়টিই লেখক উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং প্রয়োজন স্বদেশ চেতনা জাগ্রত করা। পরানুকরণ ত্যাগ করে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করাই ছিল স্বামীজির মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য তিনি ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

হে ভারত, ভুলিয়ো না - তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিয়ো না, তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর, ... ভুলিয়ো না - নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ..., ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বলো ভাই - ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বলো দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।'

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

উপাস্য — বার্ধক্য —

অবলম্বন — কল্যাণ —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

সুখ — নিজের —

সাহস — যৌবন —

দুর্বলতা — কল্যাণ —

খ) বাক্যরচনা করো : **(মান- ১)**

অবলম্বন — .....

দরিদ্র — .....

সদর্পে — .....

কল্যাণ — .....

দিনরাত — .....

গ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

সাহস - সমাজ -

স্বর্গ - অজ্ঞ -

দুর্বলতা - মূর্খ -

ঘ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

বস্ত্রাবৃত = শঙ্কর =

দরিদ্র = চণ্ডাল =

ঙ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

উপবন = ...

শিশুশয্যা = ...

দিনরাত = ...

সর্বত্যাগী = ...

বস্ত্রাবৃত = ...

চ) চলতি ভাষায় রূপান্তর করো : **(মান- ১)**

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমরা যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"

যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

উঃ.....

.....

.....

ছ) শুদ্ধরূপটি খাতায় লেখো : **(মান- ১)**

অ। ইশ্বর/ঈশ্বর/ঈশ্যর । উঃ-

আ। মুর্খ / মোর্খ / মূর্খ । উঃ-

ই। সজ্ঞ / স্বজ্ঞ / স্বর্গ । উঃ-

ঈ। উপাশ্য / উপায্য / উপাস্য । উঃ-

উ। ব্রাহ্মণ / ব্রাক্ষন / ব্রাম্মণ। উঃ-

জ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ। সাহস অবলম্বন করো।

উঃ-

আ। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা।

উঃ-

ই। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।

উঃ-

ঈ। হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও।

উঃ-

ঙ। তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।

উঃ-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

অ। ভারতের নারী জাতির আদর্শ কারা ?

উঃ-

খ। ভারতের উপাস্য কী ?

উঃ-

গ। আমরা জন্ম থেকে কার জন্য বলি প্রদত্ত ?

উঃ-

ঘ। ভারতীয়দের শিশুশয্যা কোন্‌টি ?

উঃ-

ঙ। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের স্বর্গ কোন্‌টি ?

উঃ-

চ। কাকে 'বার্ধক্যের বারাণসী' বলা হয়েছে?

উঃ-

ছ। "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে" — উক্তিটির বক্তা কে?

উঃ-

জ। কী দূর করতে বলা হয়েছে ?

উঃ-

ঝ। জাতীয়তাবোধ রচনাটি কোন্ মূল গ্রন্থের অন্তর্গত?

উঃ-

ঞ। "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" উক্তিটি কার?

উঃ-

ট। কোন্ কোন্ বস্তু ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয় বলে লেখকের দাবি?

উঃ-

ঠ। ভারতের সমাজ কার ছায়া মাত্র?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক। "মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

-কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? কার উক্তি? উক্তিটির ব্যাখ্যা করো। (২+১+২ = ৫)

উ: বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'জাতীয়তাবোধ' রচনার অংশ।

আলোচ্য উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের।

ভারতীয় দর্শন বলেছে প্রকৃতি ও পুরুষ মিলেই জগতের উৎপত্তি। বেদেও বলা হয়েছে- আত্মাই হল জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মা কখনও মুচির ঘরে জন্ম নিয়েছে, কেউ বা মেথরের ঘরে জন্ম নিয়েছে, কেউ বা বাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছে। আবার তাদের মধ্যে কেউ বা মূর্খ, কেউ বা অজ্ঞ, কেউ বা শিক্ষিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা সকলেই ভারতবাসী। তাই সকলের রক্ত এক। আমাদের মধ্যে

যে জাতিভেদের পার্থক্য তা মানুষের সৃষ্ট। ভারতবাসী মাত্রই ভাই ভাই। তাই সকলে যদি হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারি তাহলে দেশের, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হবে এবং ভারতবর্ষ বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবে।

খ। "ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

(ক) কোন্ রচনার অন্তর্গত? (খ) বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন? (গ) আলোচ্য উক্তিটির দ্বারা বক্তা কী বলতে চেয়েছেন?

(১+১+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ। "হে ভারত, ভুলিয়ো না- তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পরিচয় দাও। (২+২+১ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঘ) 'জাতীয়তাবোধ' কী? স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন কেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঙ) লেখক বর্তমান ভারতের কোন্ সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন? একে তিনি বিভীষিকা বলেছেন কেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিত (১৮৭৬-১৯৩৮) ঃ অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। শৈশবেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। তাঁর চোদ্দো বছর বয়সের রচনা 'কাশীনাথ'। তিনি ছিলেন বাংলার দরদি ও মরমি লেখক। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বাংলার বাইরে বিহারের ভাগলপুরে এবং ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে। শরৎচন্দ্র অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত গল্প - 'বিন্দুর ছেলে', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'নিষ্কৃতি', 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি', 'লালু' ইত্যাদি। উপন্যাস - 'বড়দিদি', 'বিরাজবউ', 'পণ্ডিতমশাই', 'দেবদাস', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা', 'পল্লিসমাজ', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন' ইত্যাদি। তাছাড়া চারপর্বে লেখা বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'।

উৎস গ্রন্থ ঃ শরৎচন্দ্র 'ছেলেবেলার গল্প' নাম দিয়ে কয়েকটি গল্প লিখেছেন। এরমধ্যে 'লালু' নামে তিনটি গল্প রয়েছে। পাঠ্যাংশের 'লালু' গল্পটি বাল্যকালের গল্পের তৃতীয় গল্প।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ লালু গল্পের প্রধান চরিত্র হল লালু। সে ছিল ভীষণ দুষ্টু ও চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে। সে ছিল অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান ও কর্তব্যপরায়ণ। দুষ্টুমি করার সুযোগ পেলে সে তা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। সে মজা করতে ভালোবাসে। আর মজা করার জন্য সে বিষ্ণু পণ্ডিতের গৃহিণী মারা গেলে মৃতদেহের লেপের ভেতর ঢুকে গোপাল খুড়ো ও অন্যদের ভয় দেখায়।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। শুক্লা দ্বাদশীর পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় বালুময় বহুদূর বিস্তৃত শ্মশান জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় জলের ঢেউ উঠছে, তার কোনোটা লালুর পায়ের নীচে আছাড় খেয়ে পড়ছে। শহর থেকে গোরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, কী জানি সে কতক্ষণে পৌঁছবে। আধক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমেদের বাড়ি। আসার সময় আমরা তাদের হাঁক দিয়ে এসেছি, তাদের আসতেই বা না জানি কত দেরি। সহসা গঙ্গার ওপারে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তুরে হাওয়ায় হু হু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপাল খুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকছে না রে - বৃষ্টি হতে পারে, এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

কোশ - দুই মাইল।

বিস্তৃতি — গাঢ় — সভয়ে —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

গঙ্গা — মেঘ —

পথ — জল —

শহর —

খ) সন্ধিবিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

বিস্তৃতি — গঙ্গা —

জনহীন —

গ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

পরিস্ফুট— .....

সভয়ে — .....

জ্যোৎস্না — .....

জনহীন — .....

কনকনে — .....

ঘ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ। গঙ্গার তীরে শ্মশান।

উ-

আ। শহর থেকে গোরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে।

উঃ-

ই। পথের ধারে ডোমেদের বাড়ি।

উঃ-

ঈ। গোপাল খুড়ো সভয়ে বললেন।

উঃ-

ঙ) সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করো : **(মান- ১)**

গোপাল খুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকছে না রে - বৃষ্টি হতে পারে, এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষা থাকবে না।

উঃ.....

.....

.....

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো: **(মান- ১)**

ক। শ্মশানটি কোথায় অবস্থিত?

উঃ-

খ। রাত ক'টার সময় শ্মশানে শব নামানো হল?

উঃ-

গ। কীসে করে শহর থেকে পোড়াবার কাঠ আসে?

উঃ-

ঘ। শ্মশানটি কেমন ছিল?

উঃ-

ঙ। পথের ধারে কাদের বাড়ি ?

উঃ-

চ। "লক্ষণ ভালো ঠেকছে না রে - বৃষ্টি হতে পারে।" — বক্তা কে?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক। 'লালু' গল্পে বর্ণিত গঙ্গাতীরের শ্মশানের বর্ণনা দাও। (৫)

উ: 'লালু' গল্পে বর্ণিত শ্মশানটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। শহর থেকে শ্মশানের দূরত্ব প্রায় তিন ক্রোশ। শ্মশানের আসেপাশে কোনো লোকালয় নেই, কোনো বড়ো গাছপালা নেই। চারদিকে শুধু জনহীন বালুময় প্রান্তর। শুক্লা দ্বাদশীর পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় শ্মশানভূমি প্লাবিত। এরই মধ্যে গঙ্গার ঢেউ উঠেছে এবং কোনো কোনো সময় সেই ঢেউ নদীর তীরে এসে আছড়ে পড়েছে। গঙ্গার উপর থেকে কলকনে উত্তরের হাওয়া বয়ে আসেছে।

খ। "গোপাল খুড়ো সভয়ে বললেন।"

— গোপাল খুড়ো কে? তিনি সভয়ে কাকে কী বললেন? (১+৪ = ৫)

উ: .....

.....

গ। "সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো।"

— সেখানে বলতে কোন্‌খানে বলা হয়েছে? কার শব, কারা নামাল? তার পরের ঘটনা লেখো। (১+২+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

খুড়ো এবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, ছোঁড়ার দল - তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? যে অন্তত হাজারের উপর মরা পুড়িয়েছে, তাকে ?

... অকস্মাৎ লেপ-কাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর উঠে বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, নাঁ-নাঁ-নঁবুকে নঁয় - গোঁপালকে খাঁব।

ওরে ! আমরা সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। গোপালখুড়োর সামনে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি উপরের দিকে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা, এক বুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন - বাবা গো, গেছি গো - ভূতে খেয়ে ফেললে গো ! রাম রাম রাম ।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

অকস্মাৎ — হঠাৎ

খোনাগলা — ভূত — বিশ্রি —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সাধুভাষায় রূপান্তর করো : **(মান- ১)**

অকস্মাৎ লেপ-কাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর বসে ভয়ংকর বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, নাঁ-নাঁ-নঁবুকে নঁয়-গোঁপালকে খাঁব।

উ: .....

.....

.....

খ) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

ঠাণ্ডা — গরম।

জলে — বিশ্রী —

পেছনে — দাঁড়িয়ে —

গ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

খোনাগলা - .....

অকস্মাৎ - .....

ঊর্ধ্বশ্বাসে - .....

ভয়ংকর - .....

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ। উর্ধশ্বাস / উর্ধ্বশ্বাস / ঊর্ধ্বশ্বাস / উধঃশ্বাস। উ:-

আ। অকস্যাৎ / অকষম্যাৎ / অকস্মাৎ / আকস্মাৎ। উ:-

ঙ) বাক্যের শ্রেণি নির্ণয় করো (গঠন অনুসারে) : **(মান- ১)**

অ। গোপাল খুড়ো এক বুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন।

উ ঃ .....।

আ। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো।

উ ঃ .....।

চ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

উদ্যোগ = উৎ + যোগ।

দিগন্ত = সন্ধ্যা =

সূর্যোদয় = অন্যান্য = বজ্রাঘাত =

ছ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

আশ্রয় = মাটি = ভয় =

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। 'তোরা ভয় দেখাবি আমাকে?' — বক্তা কে ?

উ:-

খ। কে হাজারের ওপর মড়া পুড়িয়েছে?

উ:-

গ। মড়ার গায়ে কী জড়ানো ছিল?

উ:-

ঘ। গোপাল খুড়োর সামনে কী ছিল?

উ:-

ঙ। ছুটতে না পেরে গোপাল খুড়ো কোথায় ঝাঁপ দিলেন?

উ:-

চ। "গোপালকে খাব।" — কে একথা বলেছে?

উ:-

ছ। লালু গল্পে খুড়োর নাম কী?

উ:-

জ। "পণ্ডিতমশাই ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।" — পণ্ডিতমশায়ের নাম কী?

উ:-

ঝ। পণ্ডিতমশাই কার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়েছিলেন?

উ:-

ঞ। বৃষ্টির সময় লালু কোথায় ছিল?

উ:-

ট। কোন্ তিথিতে লালু ও তার সঙ্গীরা শবযাত্রী হয়েছিল?

উ:-

ঠ। কখন শবদাহ সমাধা করে সকলে বাড়ি ফিরল?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক। "ছোঁড়ার দল - তোরা ভয় দেখাবি আমাকে?"

— কে, কোন্ প্রসঙ্গে কাদের একথা বলেছিলেন? এর পরের ঘটনাটি উল্লেখ করো। (৩+২ = ৫)

উ: .....

.....

খ। "নাঁ-নাঁ - নঁরুকে নঁয় - গোঁপালকে খাঁব।"

— কে, কোন্ পরিস্থিতিতে এমন খোনা গলায় চেঁচিয়েছিল ? সে নরুর বদলে গোপালকে খাবে কেন? (৩+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ। " এমন ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি।"

— বক্তা কে ? বক্তা কার সম্পর্কে একথা বলেছেন? বক্তা কেন একথা বলেছেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঘ। লালু গল্প অবলম্বনে লালুর দুঃসাহসী চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করো। (৫)

উ: .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

বিদ্যাসাগর

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

লেখক পরিচিতি: (১৮৯৯-১৯৭৯ খ্রিঃ):

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একজন বাঙালি কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। তিনি বনফুল ছদ্মনামে অধিক পরিচিত। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মনিহারিতে ১৮৯৯ খ্রিঃ ১৯ শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী। তাঁর রচনায় বাংলা সাহিত্য ভান্ডার বিশেষ ও দক্ষতা অসাধারণ। মানব রসই তাঁর সাহিত্যে উপজীব্য। ছোট পরিসরে অল্প কথায় তিনি গল্পরস জমিয়ে তোলেন এবং জীবনের গভীর রহস্যের মাঝে ডুব দেন।

উৎস গ্রন্থ ঃ আলোচ্য নাট্যাংশটি 'বিদ্যাসাগর' নামক বনফুলের রচিত বিখ্যাত 'জীবনী-নাটক' থেকে সংকলিত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ আলোচ্য নাট্যাংশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মার্শাল সাহেবের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। বিধবাবিবাহে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরের পিতামাতার সম্মতি দরকার। এছাড়াও ভাইয়ের বিয়ের জন্য বিদ্যাসাগরের মা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কলেজের কাজের চাপের দরুন মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের ছুটি মঞ্জুর অস্বীকার করতে চাইলেন। বিদ্যাসাগরকে যেহেতু তাঁর মা ডেকেছেন, তাই তিনি চাকরি ছেড়ে যেতে উদ্যোগী হওয়ায় মার্শাল সাহেব তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন। নাট্যাংশটিতে বনফুল, বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি, নৈতিকবোধ ও নির্ভীকতাকে অনুপমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

মার্শাল : নমস্কার, নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর : আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কাজে যোগদান করেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হলে এটা হত না।

মার্শাল : আমি কিন্তু আশ্চর্যান্বিত, আপনার মতো এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ। আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি স্বীকৃত।

বিদ্যাসাগর : আমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আমার অনেক অধ্যাপক যেখানে এখনও শিক্ষকতা করছেন সেখানে কি আমার ...

মার্শাল : না, না, এবার আমি কোনও কথা শুনতে চাই না পণ্ডিত। আপনার মতো লোককে পুরস্কৃত করিবার সৌভাগ্য হইতে এবার আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। আমি নিজের মতো চলিব।

বিদ্যাসাগর : আপনি যদি সত্যিই আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, তা হলে ...

মার্শাল : উত্তম, বলুন আপনার অভিপ্রায় কী?

বিদ্যাসাগর : আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কোনও কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন, তা হলে আমি বড়ো সুখী হই।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

ধন্যবাদ — সৌজন্য সূচক প্রশংসা।

পণ্ডিত — আশ্চর্যান্বিত —

মহত্ত্ব — দুর্লভ —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

নিযুক্ত — নিয়োগ।

অনুগ্রহ — স্থির —

বঞ্চিত — শিক্ষকতা —

খ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

যোগদান — .....

অভিপ্রায় — .....

অধ্যাপক — .....

ছাত্র — .....

সুখী — .....

গ) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করো : **(মান- ১)**

আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

উঃ.....

.....

.....

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

স্বীকৃত — অস্বীকৃত।

শিক্ষা — স্ত্রী —

বড়ো — পুরস্কৃত —

ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

নমস্কার = নমঃ + কার।

মহাশয় = কিন্তু =

সংস্কৃত = আশ্চর্যান্বিত =

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। পন্ডিত বলে কাকে সম্বোধন করেছেন?

উ:-

খ। কে কাজে যোগদান করেছেন?

উ:-

গ। মার্শাল সাহেব কাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করতে চান?

উ:-

ঘ। বিদ্যাসাগর কোন্ কলেজের ছাত্র ছিলেন?

উ:-

ঙ। বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় কী ছিল?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "আপনার মতো এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ।";

— কে কার প্রতি এরূপ মন্তব্য করেছেন? তাঁর মহত্ত্ব দুর্লভ কেন? (২+৩ = ৫)

উ: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বিদ্যাসাগর' নাট্যাংশে মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি এরূপ মন্তব্য করেছেন।

বিদ্যাসাগর বরাবরই দৃঢ়চেতা ও কঠোর মনের মানুষ। তিনি যা সত্য বলে মানেন, বিশ্বাস করেন- সেটাই করেন। অন্যায়ের সঙ্গে কোনো আপস তিনি করতেন না। কোনো এক কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মনোমালিন্য হয় এবং তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। তিনি শিক্ষক হিসাবে সুদক্ষ ও পন্ডিত ছিলেন।

এছাড়া নাট্যাংশটিতে আমরা দেখেছি অযোগ্য ব্যক্তিদের পাস করানোর ব্যাপারে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুরোধ পর্যন্ত তিনি মানেন নি। তিনি যে একজন মহৎ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তার পরিচয় এখান থেকে পাওয়া যায়।

খ) "স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কোনো কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন।"

— কে, কাকে একথা বলেছিলেন? একথা বলার কারণ কী? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) "তা হলে আমি বড়ো সুখী হই।"

— কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? 'আমি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? কী হলে বক্তা বড়ো সুখী হবেন? (২+১+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :

বিদ্যাসাগর : আমিও আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল : কী বলুন।

বিদ্যাসাগর : ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ি যেতে লিখেছেন।

মার্শাল : ছুটি? কতদিনের।

বিদ্যাসাগর : অন্তত তিন-চার দিনের।

মার্শাল : তা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজকর্ম চলিবে কীরূপে ?

বিদ্যাসাগর : কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা মায়ের কাছে।

মার্শাল : খুব জরুরি ?

বিদ্যাসাগর : হ্যাঁ জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল : আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন?

বিদ্যাসাগর : সকল কার্য করি না। কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল : এমন কী কাজ?

বিদ্যাসাগর : বিধবা বিবাহ। মা বাবা যদি আপত্তি না করেন তাহলে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও কোনো উত্তর দেননি।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

অনুরোধ — বিনীত নিবেদন।

জরুরি — দরকার —

জিজ্ঞাসা — আপত্তি —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

বিবাহ — বিবাহিত / বৈবাহিক।

অনুরোধ — জিজ্ঞাসা —

খ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

	ব্যাসবাক্য	**সমাস**
মা-বাবা —	মা ও বাবা	দ্বন্দ্ব সমাস

আমার —

অন্তত —

গ) গঠন অনুসারে নীচের বাক্যগুলো নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

ক) আমিও আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

উঃ-

খ) মা-বাবা যদি আপত্তি না করেন, তাহলে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি।

উঃ-

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ। অসম্ভব / অসম্বব / অসম্ভভ। উ:-

আ। অনুসারে / অনূসরে / অণুসারে। উ:-

ই। শাস্ত্রীয় / সাস্ত্রীয় / শাৎস্ত্রীয় । উ:-

ঈ। আন্দলন / আন্দোলন / আন্দোলণ । উ:-

উ। পরামর্য / পরামর্স / পরামর্শ । উ:-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। কে, মার্শাল সাহেবের কাছে কাছে অনুরোধ নিয়ে এসেছে?

উ:-

খ। অনুরোধটি কী ছিল?

উ:-

গ। বিদ্যাসাগর কেন বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন?

উ:-

ঘ। বিদ্যাসাগর কতদিনের ছুটি চেয়েছিলেন?

উ:-

ঙ। বিদ্যাসাগর কী নিয়ে আন্দোলন করতে চান?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক। " তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না। "

— বক্তা কে ? 'তাঁদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? কাজটি কী এবং কেন জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত কাজে হাত দিতে পারছে না? (১+১+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ। " এ নিয়ে আন্দোলন করিব আমি।"

— কে, কী নিয়ে আন্দোলন করতে চাইছেন? তাঁর এই চাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

আশ্রম স্মৃতি

সত্যরঞ্জন বসু

লেখক পরিচিতি: (১৮৯৪-১৯৭৪ খ্রিঃ)

সত্যরঞ্জন বসু ত্রিপুরার বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁর জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য। 'রবি' সাহিত্য পত্রিকার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থখানির রচনা, সম্পাদন ও প্রকাশনায় তাঁর অবদান যথেষ্ট ছিল।

উৎস গ্রন্থ ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ উক্ত প্রবন্ধে লেখক সত্যরঞ্জন বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের স্মৃতিচারণা করেছেন। আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম লগ্নেই লেখক তাঁর কাকার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। সেখানে গিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও আশ্রমের মুক্ত পরিবেশ কীভাবে লেখকের জীবনকে প্রভাবিত করেছে সেই অভিজ্ঞতারই একটা স্মৃতিচারণার কথা এখানে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

খুব সম্ভবত ১৩১০ সালে গরমের ছুটির পর একদিন সন্ধ্যার সময় বোলপুর স্টেশনে নামি। সঙ্গে ছিলেন আমার কাকা, তিনি আগরতলা থেকেই আমাকে নিয়ে যান।

আমাদের জন্য একখানি গোরুর গাড়ি তৈরি ছিল। গো-যানে চড়ে পথা চলা— জীবনে প্রথম। যে পথে চলেছি তার দিশা না পাওয়ায় বালক মনকে একটু যে ভয়ভীত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই ছাউনির মুখে বসে দু-পাশ দেখবার খুব একটা চেষ্টা চলছিল। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়িখানা যেন কষ্টে রাস্তা করে যাচ্ছে। অন্ধকার নির্জন পথ, দু-পাশে জনমানবহীন মাঠ, গাড়ির বিচিত্র শব্দ - স্বপ্নপুরীর পথের ভীতি ও ঔৎসুক্য মনে জেগে উঠল।

১/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

সন্ধ্যা = সম্ + ধ্যা।

সন্দেহ = কষ্ট =

নির্জন =

খ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

বিচিত্র — সন্ধ্যা —

মাঠ —

গ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

নির্জন — .....

জনমানবহীন — .....

বিচিত্র — .....

ঔৎসুক্য — .....

ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

স্বপ্নপুরী = স্বপ্নের ন্যায় পুরী (কর্মধারয় সমাস)

নির্জন =

ঙ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

অন্ধকার — আলো।

ভয় — । জীবন — ।

জনমানবহীন ।

চ) গঠন অনুসারে বাক্য নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) একদিন সন্ধ্যায় বোলপুর স্টেশনে নামি।

উঃ-

আ) একটু যে ভয়ভীত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

উঃ-

ই) সঙ্গে ছিলেন আমার কাকা, তিনি আগরতলা থেকেই আমাকে নিয়ে যান।

উঃ-

ছ) সাধুভাষায় রূপান্তর করো :

যে পথে চলেছি তার দিশা না পাওয়ায় বালক মনকে একটু যে ভয়ভীত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই ছাউনির মুখে বসে দু-পাশ দেখবার খুব একটা চেষ্টা চলছিল।

উঃ .....

.....

.....

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। একদিন সন্ধ্যার সময় লেখক কোন্ স্টেশনে নামেন ?

উঃ-

খ। লেখকের বাড়ি কোথায় ছিল?

উঃ-

গ। লেখক কার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন?

উঃ-

ঘ। কোন্ গাড়িতে চড়ে লেখক ও তাঁর কাকা বোলপুর স্টেশন থেকে রওয়ানা হন?

উঃ-

ঙ। যে পথ দিয়ে গোরুর গাড়ি যাচ্ছিল সে পথ কেমন?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক। "তিনি আগরতলা থেকেই আমাকে নিয়ে যান।" (১+১+২+১ = ৫)

— কার লেখা কোন্ রচনার অংশ? এখানে তিনি কে? তিনি কাকে কোথায় নিয়ে যান? সেখানে গিয়ে বক্তা কার সাক্ষাৎ পান?

উ: ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক সত্যরঞ্জন বসুর লেখা 'আশ্রম স্মৃতি' রচনার অংশ।

এখানে তিনি হলেন লেখকের কাকা।

লেখকের কাকা লেখক তথা সত্যরঞ্জন বসু কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে লেখক গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পান।

খ। লেখক কবে, কোথা থেকে শান্তিনিকেতনে যান? সেখানে তিনি কীভাবে যান? যাওয়ার পথে তিনি কী কী জিনিস দেখতে পান? (২+২+১ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ। 'আশ্রম স্মৃতি' রচনায় লেখকের শান্তিনিকেতন যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। (৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

'গুরুদেব আসছেন।' .... সামনে এসে দাঁড়ালেন এক অভিনব অপরূপ দীর্ঘকায় সৌম্যমূর্তি। পরনে যেন ঢোলা পায়জামা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পায়ে চটি, হাত দু-খানা পেছনদিকে, সামনের দিকে ঝুঁকে হেঁটে আসছিলেন। বড়ো বড়ো চোখ দুটি বেশির ভাগ নীচের দিকে - মাঝে মাঝে মাথা তুলে এদিক ওদিক বাঁকা চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। ছেলেরা এক এক করে পদধূলি নিয়ে ধন্য হচ্ছিল।

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

সামনে — দীর্ঘকায় — স্মরণ — স্বস্তি —

পেছনদিকে — বাঁকা — শীতল —

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

অভিনব: .....

অপরূপ: .....

সৌম্যমূর্তি : .....

পদধূলি: .....

গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

পায়জামা: .....

পদধূলি: .....

দীর্ঘকায়: .....

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ। অবরূপ / অপরুপ / অপরূপ। উ:-

আ। সৌম্যমুর্তি / সোম্যমূর্তি / সৌম্যমূর্তি । উ:-

ই। পদধূলি / পদধুলি / পদধোলি। উ:-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) "গুরুদেব আসছেন।" — এখানে গুরুদেব কে?

উঃ-

খ) "অপরূপ দীর্ঘকায় সৌম্যমূর্তি।" — 'দীর্ঘকায়' ও 'সৌম্যমূর্তি' কথা দুটির অর্থ লেখো।

উঃ-

গ) গুরুদেবের পরিধানে কী ছিল?

উঃ-

ঘ) ছেলেরা কার পদধূলি নিয়ে ধন্য হচ্ছিল?

উঃ-

ঙ) গুরুদেবের চোখ দুটি কেমন ছিল?

উঃ-

ঙ। " কোমল স্পর্শে ধন্য হয়ে গেলাম। "

— কার কোমল স্পর্শে কে ধন্য হয়ে গেলেন?

উ: .....

চ। কোথায় সমবেত উপাসনা হত ?

উ: .....

ছ। সমবেত উপাসনায় কোন্ মন্ত্র উচ্চারিত হত?

উ: .....

জ। 'আশ্রম স্মৃতি' প্রবন্ধটি কার লেখা?

উ: .....

ঝ। "এই তুই কাল রাত্তিরে এসেছিস।" — উক্তিটি কার?

উ: .....

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "গুরুদেব আসছেন।" — কারা একথা বলেছে? গুরুদেবর পরিচয় কী? তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল? (২+২+১ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লেখকের প্রথম সাক্ষাৎ ও তাঁর বর্ণিত আশ্রম বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (৫)

উ: .....

.....

.....

গ) "সামনে এসে দাঁড়ালেন এক অভিনব অপরূপ দীর্ঘকায় সৌম্যমূর্তি।"

— কে, কার সামনে এসে দাঁড়ালেন? 'দীর্ঘকায়' ও ' সৌম্যমূর্তি' কথাগুলোর দ্বারা বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন লেখো।

(২ + ৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঘ) "আশ্রম স্মৃতি" রচনায় বর্ণিত আশ্রম বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (৫)

উ: .....

.....

.....

ঙ) "গড় হয়ে প্রণাম করে নিজে যেন একটু স্বস্তি লাভ করলাম।"

— কে কাকে প্রণাম করল ? স্বস্তি লাভ করার কারণ কী? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

একটি অভিনব আবিষ্কার

বিশ্বনাথ রায়

লেখক পরিচিতি :

বিশ্বনাথ পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর গদ্য জাতীয় রচনা বেশ জনপ্রিয়, 'নবকল্লোল' পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মূলক বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশ্বনাথ রায়ের বর্ণনাভঙ্গি বা স্টাইলটি বেশ সুন্দর। আকর্ষণীয় করে তিনি বক্তব্য উপস্থিত করতে পারেন। আলোচ্য রচনাটি প্লাস্টিক সার্জারি আবিষ্কারের বাস্তব ঘটনাকে নিয়েই লেখা। কিন্তু গল্প বলার রূপ ও রীতি গ্রহণ করায় এই রচনার মধ্যে ছোট গল্পের রস পরিবেশিত হয়েছে। এই ধরনের বচনভঙ্গি ও বাক্‌রীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

উৎস গ্রন্থ ঃ 'একটি অভিনব আবিষ্কার' — রচনাটি বাংলা ১৩৭৬ সনে দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত ছোটোদের শারদীয়া 'শুকসারী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ এই রচনাটি একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি। বসন্ত রোগের দাগে আক্রান্ত এক চাকুরিরতা মেয়ের মুখের দাগ ডঃ আইভারসন প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে মুছে দিতে সমর্থ হন। একই সঙ্গে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত সৈনিকদের ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থাও এই প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে ফিরিয়ে দেন। লেখক বিশ্বনাথ রায় আলোচ্য পাঠ্যাংশে মানবসমাজ প্লাস্টিক সার্জারির দ্বারা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে, সেটাই পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আইভারসন স্তব্ধ হয়ে সব কথা শুনলেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন- একটা কথা শুনে রাখো মা। তোমার বয়সি আমার একটা মেয়ে ছিল, রেবেকা। তারও ঠিক এমনিভাবে মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল। সে পৃথিবীর উপর অভিমান করে চলে গেছে। বুড়ো বাপটার কথা একবারও ভাবল না।

কথা শেষ করতে পারলেন না। একটা অব্যক্ত কান্নায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। মেয়েটি যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল- আপনার মেয়ে ঠিকই করেছে। পৃথিবীর অনুকম্পা, সহানুভূতি, ঘৃণা কুড়িয়ে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। আমিও ভাবছি । -

- না, না, ব্যাকুল কণ্ঠে প্রেসটন আইভারসন চিৎকার করে উঠলেন। - এভাবে তোমাদের আমি মরতে দিতে পারি না।

- তাহলে সুস্থভাবে বাঁচবার অধিকার দিন।

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

১। কে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল?

উঃ-

২। কার একটি মেয়ে ছিল?

উঃ-

৩। মেয়েটির নাম কী ছিল?

উঃ-

৪। ডাক্তারবাবুর নাম কী ছিল?

উঃ-

৫। কে সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার চাইছে?

উঃ-

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

স্তব্ধ — চুপচাপ।

অভিমান — স্বাভাবিক —

কণ্ঠস্বর — ঘৃণা —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

পৃথিবী— পার্থিব।

গম্ভীর — অনুকম্পা —

অব্যক্ত — ব্যাকুলতা —

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

মুখখানা — তারও ঠিক এমনিভাবে মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল।

সহানুভূতি — .....

গম্ভীরস্বরে — .....

বুড়ো — .....

উত্তর — .....

গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত করো : **(মান- ১)**

মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আইভারসন স্তব্ধ হয়ে সব কথা শুনলেন, তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন-

একটা কথা শুনে রাখো মা।

উ: .....

.....

.....

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

শেষ — শুরু /আরম্ভ।

সুস্থ — অধিকার —

মরতে — দয়া —

ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

কান্না = কাঁদ্ + না।

সহানুভূতি =

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "বুড়ো বাপটার কথা একবার ও ভাবল না।"

— কার লেখা, কোন্ প্রবন্ধের উদ্ধৃতি ? বুড়ো বাপটার কথা না-ভেবে কে, কেন কী করেছিল? (২+৩ = ৫)

উ: বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সাহিত্যপ্রেমী ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের লেখা 'একটি অভিনব আবিষ্কার' রচনার উদ্ধৃতি এটি।

বৃদ্ধ পিতার কথা না ভেবে ডঃ প্রেসটন আইভারসেনের মেয়ে রেবেকা আত্মহত্যা করেছিল। আগুনে পুড়ে রেবেকার মুখমন্ডল বিকৃতি হয়ে গেলে, সে সেই-কুৎসিত মুখমন্ডলটি কাউকে দেখাতে চায়নি। তাই পৃথিবীর উপরে অভিমান করে বৃদ্ধ পিতা

ডাক্তার প্রেসটন আইভারসনের কথা না ভেবে আত্মহত্যা করে, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

খ) "তাহলে সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার দিন।"

— কে, কাকে একথা বলেছে? বক্তার একথা বলার পেছনে কারণ কী ছিল? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) ডঃ আইভারসনের কাছে আসা মেয়েটির কী সমস্যা ছিল ? (৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

মেয়েটির অপারেশন করলেন আইভারসন। তিনদিন পরে যখন ব্যাণ্ডেজ খুললেন গোলাপি রঙের স্বাভাবিক চামড়া দেখা গেল। আগের ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রেসটন আইভারসনের দু-চোখে জল ভরে এল। জলভরা আবছা দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ডাক্তার মেয়েটির মুখের উপর রেবেকার মুখ দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেললেন। সাতদিনের দিন মেয়েটি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল। একমাস পরে সে চিঠি লিখে জানাল, নতুন কাজ সে গ্রহণ করেছে। মালিক তার কাজে খুব আনন্দিত। তার অনেক টাকা মাইনে হয়েছে। এ সবের জন্য ডাক্তার আইভারসনের ধন্যবাদ পাওয়া উচিত।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

ডাক্তার — চিকিৎসক।

ক্ষত — চিহ্ন —

আবছা — মাইনে—

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

মুখ — মুখ্য / মৌখিক।

আনন্দিত — স্বাভাবিক —

জল — উচিত —

খ) গঠন অনুসারে বাক্যগুলো নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) মেয়েটির অপারেশন করলেন আইভারসন।

উঃ- .....

আ) তিনদিন পর যখন ব্যাণ্ডেজ খুললেন গোলাপি রঙের স্বাভাবিক চামড়া দেখা গেল।

উঃ- .....

ই) তার অনেক টাকা মাইনে হয়েছে।

উঃ-.....

গ) সমার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

বাড়ি — গৃহ / ঘর।

চিঠি —

চোখ —

ঘ) শুদ্ধরূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ) অপারেশন / ওপারেশন / অপারেষন। উ:-

আ) ব্যান্ডেজ / বেন্ডেজ / ব্যাণ্ডেজ। উ:-

ই) ব্রিদ্দ / বৃদ্ধ / বৃদ্দ । উ:-

ঙ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

ডাক্তার — ডাক্তারনি / মহিলা ডাক্তার।

মেয়ে —

মালিক —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) মেয়েটির অপারেশনে কে করলেন?

উঃ-

খ) কতদিন পর মেয়েটির মুখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হল?

উঃ-

গ) আইভারসন মেয়েটির মুখের উপর কার মুখ দেখতে পেলেন?

উঃ-

ঘ) কতদিন পরে মেয়েটি ছুটি পেয়েছিল?

উঃ-

ঙ) মেয়েটি কাকে চিঠি লিখেছিল?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) " ... প্রেসটন আইভারসনের দু-চোখে জল ভরে এল।"

— কার লেখা, কোন্ রচনার অংশবিশেষ? আইভারসনের দু-চোখ জলে ভরে এল কেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) "বৃদ্ধ ডাক্তার মেয়েটির মুখের উপর রেবেকার মুখ দেখতে পেলেন।"

— 'বৃদ্ধ ডাক্তার' এবং 'রেবেকা' — কে? আইভারসনের দু-চোখ জলে ভরে এল কেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

এসেছে সে একদিন

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি: (১৮৭৯-১৯৫০ খ্রিঃ)

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলিজেলার চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায়। তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রকুমার ঘোষ ও আরও কিছু বিপ্লবীর সঙ্গে উনিও ধরা পড়েন। ১২ বছর কারাদন্ড ভোগের পর উনি মুক্তি পান এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। জীবনের শেষ ৫ বছর তিনি দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো হল- 'ঊনপঞ্চাশী', 'পথের সন্ধান', 'ধর্ম ও কর্ম', 'স্বাধীন মানুষ', 'জাতির বিড়ম্বনা', 'ভবঘুরের চিঠি' প্রভৃতি। কিন্তু ওঁর শ্রেষ্ঠ বই নিঃসন্দেহে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'। তাঁর সরস রচনারীতি উপভোগ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

উৎস গ্রন্থ ঃ 'এসেছে সে একদিন' — পাঠ্যাংশটি 'নির্বাসিতের আত্মকথা' থেকে গৃহীত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তখনকার বাংলায় যে- উত্তাল সময় এসেছিল সেই কাহিনিই এখানে বর্ণিত। বাংলার তরুণদল আশার রঙিন নেশায় ভরপুর। কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার আড্ডাখানা তখন বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তরুণ 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনায় ব্যস্ত। সঙ্গে এসে জুটলেন উপেন্দ্রনাথ। বিদেশি ইংরেজ সরকার এটাকে ভালো নজরে দেখল না। 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে খানাতল্লাশি হল। ভূপেনকে গ্রেপ্তার করা হল - আদালতে সে কোনও সাফাই গাইল না যাতে সে মুক্তি পায়। এতে দেশের ছেলে-ছোকরাদের হইচই পড়ে গেল। ডিনামাইট দিয়ে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ি উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা হল। কিন্তু সেখানেও পুলিশের খানাতল্লাশি হল। বারীনকে গ্রেপ্তার করা হল। সঙ্গে যারা ছিল তারাও গ্রেপ্তার হল। তাঁদের ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব এখানেই সমাপ্ত হল।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

একদিন কিন্তু সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল। ইন্সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ি জনকতক কনস্টেবল লইয়া 'যুগান্তর' অফিসে খানাতল্লাশি করিতে আসিলেন। যুগান্তরের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সম্পাদক কে ? এ বলে 'আমি' ও বলে 'আমি'। শেষে ভূপেনই একটু মোটা-সোটা ও তাহার বেশ মানানসই দাড়ি আছে বলিয়া, তাহাকেই সম্পাদক বলিয়া স্থির করা হইল। ভূপেন যখন আদালতে সাফাই গাহিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল না, তখন দেশে ছেলেছোকরাদের মধ্যে একটা হইচই পড়িয়া গেল। এ কাণ্ডটা নূতন আজগুবি কাণ্ড বটে। ভূপেন যাহাতে ত্রুটি স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি পায়, সরকারি পক্ষ হইতে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভূপেন রাজি হইল না। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে ঠেলিয়া দিলেন।

মানিকতলায় বারীন্দ্রদের একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে, একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া 'যুগান্তর' অফিসের জনকতক বাছাই ছেলে লইয়া ওই বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

খানাতল্লাশি — অনুসন্ধান।

মানানসই — ।

পরোয়ানা — ।

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

সম্পাদক — সম্পাদকীয়।

স্থির — । স্বীকার — ।

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

অফিস — পরিমলবাবু অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

আড্ডা — ..... ।

রাজি — ..... ।

গ) চলিতভাষায় রূপান্তরিত করো :

ইন্সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ি জনকতক কনস্টেবল লইয়া 'যুগান্তর' অফিসে খানাতল্লাশি করিতে আসিলেন। যুগান্তরের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানাও তাঁহার সঙ্গে ছিল।

উ: .....

.....

.....

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

স্বীকার — অস্বীকার।

মোটা— নূতন—

ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

যুগান্তর = যুগ + অন্তর।

বারীন্দ্র =

নিষ্কৃতি =

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। ইন্সপেক্টরের নাম কী?

উঃ-

খ। তিনি কোথায় খানাতল্লাশি করেছিলেন?

উঃ-

গ। কাকে সম্পাদক সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হল?

উঃ-

ঘ। শাস্তিস্বরূপ তার কয় বছরের জেল হয়েছিল?

উ:-

ঙ। বারীন্দ্রদের বাগান কোথায় ছিল?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "একদিন কিন্তু সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল।"

— কার লেখা, কোন্ রচনার অংশবিশেষ? কোন্ পালে, কোন্ বাঘ পড়িল? ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করো। (২+৩ = ৫)

উ: বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা 'এসেছে সে একদিন' গদ্যাংশের অংশ।

যুগান্তর এর অফিসে বিপ্লবীদের 'আড্ডাখানা' নামক পালে ইংরেজ সরকারের পুলিশ নামক বাঘ পড়িল।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা দেশ আন্দোলনে উত্তাল। বাংলার তরুণ-সমাজ জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুগান্তরের অফিসকক্ষ হয় বিপ্লবীদের প্রধান কার্যালয়।

একদিন ইনস্পেকটর পূর্ণ লাহিড়ির নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ এসে 'যুগান্তর'- এর অফিসে খান্নাতল্লাশি করে। সেখানে যুগান্তরের প্রকৃত সম্পাদককে এ নিয়ে পুলিশ ধন্দে পড়ে। কারণ পুলিশের কাছে যুগান্তরের সম্পাদকের নামেই গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল আর যুগান্তরের অফিসে যতজন যুবক ছিলেন সকলেই নিজেকে যুগান্তর এর সম্পাদকরূপে গ্রেফতারি চায়। অবশেষে আসল সম্পাদক ভূপেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেন। কিংসফোর্ড সাহেব ভূপেন দত্তকে এক বছরের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেন। এভাবেই একদিন যুগান্তরের আড্ডাখানায় পুলিশ নামক বাঘ পড়েছিল বলে লেখক বর্ণনা করেছেন।

খ) "এ কাণ্ডটা নূতন আজগুবি কাণ্ড বটে।"

— কোন্ কাণ্ডটার কথা বলা হয়েছে? কাণ্ডটা 'নূতন আজগুবি' কেন? (১+৪ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) 'এসেছে সে একদিন'- রচনায় যে দিনের কথা বলা হয়েছে, তা আলোচনা করো। (৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই একটা অপরিচিত ইউরোপীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল।

Your name ?

Barindra Kumar Ghosh.

হুকুম হইল - 'বাঁধো ইসকো'।

বুঝিলাম ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব এখানেই সমাপ্ত। সেদিন ভিন্ন ভিন্ন থানায় লইয়া গিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইল। পুলিশ কোর্টের লীলা সাঙ্গ হইবার পর আমাদের গাড়িতে পুরিয়া আলিপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইল।

কোর্টে গিয়া দেখিলাম ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি (Birley) সাহেব বিকট বদনে উঁচু তক্তের উপর বসিয়া আছেন। মুখখানি যেন সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো। দেখিলে মনে হয় যেন একটি মূর্তিমান শাসনযন্ত্র। তিনি আমাদের statement গুলো দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি মনে কর তোমরা ভারত শাসন করিতে পার?'

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

অপরিচিত — চেনাজানা নেই।

হুকুম — statement –

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

উদ্ধার — উদ্ধৃত।

সাহেব —

শাসন —

খ) বাক্যগঠন করো : **(মান- ১)**

ক) তাড়াতাড়ি — বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিল।

আবদ্ধ —

হাজির —

গ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

ব্যাসবাক্য	সমাস
অপরিচিত — নয় পরিচিত	না তৎপুরুষ।
শাসন যন্ত্র —	
শাসনকর্তা —	

ঘ) শুদ্ধরূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ) মূর্তিমান / মূর্ত্তিমান / মূত্তিমান। উ:- মূর্তিমান।

আ) ম্যাজিস্ট্যাট / ম্যাজিস্ট্রেট / ম্যাজিস্টেট। উ:-

ই) বিন্ন/ভিন্ন/ভিন্য। উ:-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) 'বাঁধো ইসকো' — কাকে বাঁধার হুকুম হয়েছিল?

উঃ-

খ) তাদের কোথায় হাজির করা হয়েছিল?

উঃ-

গ) ম্যাজিস্ট্রেটের নাম কী?

উঃ-

ঘ) তাঁর মুখখানা দেখতে কেমন ছিল?

উঃ-

ঙ) কাকে 'মূর্তিমান শাসনযন্ত্র' বলা হয়েছে?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "বুঝিলাম ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব এখানেই সমাপ্ত।"

— ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্বের চিত্রটি কী? ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব কীভাবে সমাপ্ত হল। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) " তোমরা কি মনে কর তোমরা ভারত শাসন করতে পার।"

— প্রশ্নটি কে, কাদের উদ্দেশ্যে করেছে? প্রশ্নকর্তা কী উত্তর পেয়েছিল? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

ভূমিকম্প ঃ এক বিপর্যয়

ঋতা দাস নায়েক

লেখক পরিচিতি:

ঋতা দাস নায়েক ১৯৬১ সালে কোলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন দাস, মাতা শ্রীমতি আরতি দাস। তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে পাঠ শেষ করে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে ভূগোল বিষয়ে সাম্মানিক স্নাতক হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করে। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূ-গর্ভে নানা গোলযোগের কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র থাকে। সাধারণত তিন ধরনের কম্পন ভূমিকম্পের সাথে যুক্ত থাকে। যেমন- (ক) প্রাথমিক তরঙ্গ, (খ) গৌণ তরঙ্গ, (গ) পার্শ্ব তরঙ্গ। ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা 'সুনামি' হয়ে থাকে। 'রিখ্‌টার স্কেল' এবং 'সিসমোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ভূমিকম্পের তীব্রতা ও তরঙ্গের গতিবিধির পরিচয় পাই। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কারণে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। আমরা যদি কিছু সতর্কতা অবলম্বন করি, তাহলে ভূমিকম্পের বিপর্যয় থেকে অনেকটা রক্ষা পেতে পারি।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূ-গর্ভে নানা গোলযোগের ফলে যে তীব্র কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। ভূগর্ভের যে স্থান থেকে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলে। ভূকম্পের কেন্দ্র ভূত্বকের নানা গভীরতায় হতে পারে। এরপর এই কেন্দ্র থেকে ভূকম্পন তরঙ্গের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কঠিন ভূত্বককে আঘাত করে।

ভূগর্ভে অবস্থিত ভূমিকম্প কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত স্থানকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলে। এই উপকেন্দ্রেই ভূমিকম্পের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়। উপকেন্দ্রকে ঘিরে সমমাত্রায় ভূকম্পনযুক্ত স্থানগুলোকে যোগ করে যে কাল্পনিক রেখা পাওয়া যায় তাকে সম-ভূকম্পন রেখা বলা হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন তরঙ্গকে ভূমিকম্প তরঙ্গ বলা হয়।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

ভূগর্ভ — মাটির নীচেকার অংশ

তীব্র — তরঙ্গ —

কেন্দ্র — কঠিন —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

গভীরতা — গভীর।

তীব্র — । কেন্দ্র — ।

কম্পন— । কাল্পনিক — ।

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

ভূমিকম্প — ভূমিকম্প অনুভব করার আগেই থেমে গেল।

তরঙ্গ — ..... ।

আঘাত — .....।

গ) সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করো :

ভূগর্ভের যে স্থান থেকে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলে। ভূকম্পের কেন্দ্র ভূত্বকের নানা গভীরতায় হতে পারে। এরপর এই কেন্দ্র থেকে ভূকম্পন তরঙ্গের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কঠিন ভূত্বককে আঘাত করে।

উঃ .....

.....

.....

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

সৃষ্টি — ধ্বংস।

কম্পন — গভীরতা—

আঘাত — তীব্রতা —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। ভূমিকম্প কাকে বলে?

উ:-

খ। ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলতে কী বোঝ?

উ:-

গ। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কাকে বলে?

উ:-

ঘ। ভূমিকম্পের তীব্রতা কোথায় বেশি হয়?

উ:-

ঙ। ভূমিকম্প তরঙ্গ কাকে বলে?

উ:-

চ) ভূমিকম্পের তীব্রতা কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল লেখো? (৩+২ = ৫)

উ:- **<u>ভূমিকম্পের কারণ</u> :** মূলত দুটি প্রধান কারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। যথা,-

i) প্রাকৃতিক কারণ

ii) মনুষ্যসৃষ্ট কারণ।

i) <u>প্রাকৃতিক কারণ</u> :

(অ) ভূ-ত্বক কতকগুলো গতিশীল পাতের সমন্বয়ে তৈরি। এই পাতগুলো পরস্পরের নিকটবর্তী এলে দুটো পাতের সংযোগরেখা বরাবর শিলাচ্যুতি ঘটে এবং ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়।

(আ) পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও শিলাচ্যুতির কারণে ভূমিকম্প হয়।

(ই) অগ্ন্যুৎপাতের সময় যখন প্রবল বেগে লাভা ও বাষ্প আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত হতে থাকে তখন চাপের তারতম্যের কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

(ঈ) পার্বত্য প্রদেশে বিশাল বরফের স্তূপ হিমানী সম্প্রপাত রূপে ধরা পড়লে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

ii) <u>মনুষ্যসৃষ্ট কারণ</u> :

(অ) জলাধারা নির্মাণ করলে জলরাশির চাপে শিলাস্তর স্থানচ্যুতি ঘটে ও ভূমিকম্প দেখা যায়।

(আ) ভূ-গর্ভে পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

<u>ভূমিকম্পের ফলাফল</u> :

(অ) এর ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বসে গিয়ে জলাভূমির সৃষ্টি হয়।

(আ) নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে হ্রদ কিংবা নতুন কোনো নদী সৃষ্টি হতে পারে।

(ই) ভূমিকম্পের ফলে বহু অঞ্চল ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইত্যাদি।

খ) ভূকম্পন কাকে বলে? (৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) ভূমিকম্পের সময় ও পরে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? (৩+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

সাধারণত তিন ধরনের কম্পন ভূমিকম্পের সঙ্গে জড়িত থাকে, এগুলো হল— প্রাথমিক তরঙ্গ, যার তীব্রতা ও গতিবেগ অনেক বেশি। গৌণ তরঙ্গ - ভূমিকম্পের উৎসস্থল এই তরঙ্গের পরিমাপ করেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পার্শ্ব তরঙ্গ - এই তরঙ্গের ফলেই ভূকম্পন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় এবং শহর ও জনপদের ক্ষয়ক্ষতি বিশাল আকার ধারণ করে। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে উপকূল অঞ্চলে বিশাল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়, একে বলে 'সুনামি'। ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ণায়ক একটি পরিমাপ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'রিখটার স্কেল' । ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি এফ রিখটার এই স্কেলে পরিমাপ ব্যবস্থার উদ্ভাবক। এই স্কেলে তীব্রতা পরিমাপের জন্য ১০টি ভাগ থাকে (১-১০)। সামান্য বা মৃদু কম্পনের পরিমাপ ১.৫ থেকে ২, আর প্রায় বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরিমাপ ৮.৫ থেকে ৯। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিবিধি বোঝা যায়। কারণ এই যন্ত্রের ওপর রিখটার স্কেলটি বসানো থাকে।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

জড়িত — সম্পর্কযুক্ত।

পার্শ্ব— জনপদ—

নির্ণায়ক — পরিমাপ —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

চিহ্নিত — চিহ্ন।

উদ্ভাবক — প্রাথমিক —

সামুদ্রিক — অঞ্চল —

খ) বাক্যগঠন করো : **(মান- ১)**

ক) উৎসস্থল — পাহাড়ি নদীটির উৎসস্থল একটি জলপ্রপাত।

সিসমোগ্রাফ —

ক্ষয়ক্ষতি —

গ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

জলোচ্ছ্বাস = জল + উচ্ছ্বাস।

ব্যবস্থা =

বিশ্ববিদ্যালয় =

ঘ) শুদ্ধরূপটি লেখো : **(মান- ১)**

ক) পার্শ্ব / পার্শ / পার্শ্য। উঃ-

খ) ভুমিকম্প / ভূমিকম্প / ভোমিকম্প। উঃ-

গ) অনূভূত / অনুভুত / অনুভূত। উঃ-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) ভূমিকম্পের তরঙ্গ কয় প্রকার?

উঃ-

খ) কোন্ ধরনের ভূমিকম্পের তরঙ্গের তীব্রতা ও গতিবেগ সর্বাধিক?

উঃ-

গ) ভূমিকম্পের কোন্ তরঙ্গের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সর্বাধিক হয়?

উঃ-

ঘ) রিখ্টার স্কেল কী?

উঃ-

ঙ) রিখটার স্কেলে মোট কয়টি ভাগ থাকে?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) ভূমিকম্পের তরঙ্গসমূহের বিশদ আলোচনা করো। (৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) সুনামি বলতে কী বোঝ? সুনামি শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে? এর অর্থ লেখো। সুনামি সৃষ্টির কারণ লেখো। (১+১+১+২ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

একক ১: গদ্য

শক্তিপীঠ উদয়পুর

কাহিনি ও সংকলনে ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ ৫১টি শক্তিপীঠের মধ্যে একটি অন্যতম পীঠস্থান হল উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। পুরাণমতে এখানে শিবজায়া পার্বতীর ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙুলটি পড়েছিল। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন যে ধন্যমাণিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে দেবী ত্রিপুরেশ্বরীকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্রিপুরা সুন্দরী রাজরাজেশ্বরী নামেও পরিচিতা। ষোড়শতন্ত্রে ত্রিপুরাসুন্দরীকে শিবের নয়নজ্যোতি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে ত্রিপুরাসুন্দরী ও শিব উপাস্য দেবতা হিসেবে জনপ্রিয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। উদয়পুরে তাই শক্তি ও সৌন্দর্যের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে উদয়পুর রাঙামাটি নামে পরিচিত ছিল। এক সময় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের নামে এটি রাধাকিশোরপুর নামেও জনপ্রিয় ছিল। এখন প্রতি বছর দেওয়ালি ও শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে। জাতি ও উপজাতির মিলনে এটি এক মহান তীর্থক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। একে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার আর্থসামাজিক ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত উদয়পুর শহর ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ত্রিপুরাবাসীর স্বর্গময় পুণ্যভূমি। এর সম্মুখস্থ কল্যাণ সাগরের মাছ ও কচ্ছপ পর্যটক তথা পূণ্যার্থীদের নজর কাড়ে। মাতাবাড়ি তথা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের প্যাঁড়া শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, গোটা দেশ জুড়েই এর খ্যাতি রয়েছে। তীর্থমুখের কাছে ডম্বুর জলপ্রপাত তৈরি করে গোমতী নদী সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। আদি শংকরাচার্য ত্রিপুরাসুন্দরীকে 'বিশ্বজননী' বলে উল্লেখ করেছেন।

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

একান্নপীঠের এক অন্যতম পীঠস্থান হল, ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। ১৫০১ সালে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কথিত আছে যে, এখানে সতীর ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল খসে পড়েছিল। পুরাণ অনুসারে জানা যায় যে, দক্ষ মহারাজা তাঁর অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে শিব ছাড়া ত্রিভুবনের সকলকে নিমন্ত্রণ জানালে সতী উমা বিনা নিমন্ত্রণে পিতার বাড়িতে যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেখানে এসে পতিনিন্দা শুনে যজ্ঞের আগুনে দেহত্যাগ করেন। সতীর এই দেহত্যাগের ঘটনা শিব ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে ক্রোধে ধ্যানভঙ্গ হলে শিব দক্ষ রাজার যজ্ঞাগারে উপস্থিত হন এবং সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন, আর উদ্দাম নৃত্য শুরু করেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী রাজরাজেশ্বরী নামে পরিচিতা। ষোড়শতন্ত্রে তাঁকে শিবের নয়নজ্যোতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ ত্রিপুরাসুন্দরীর যে পাঁচটি স্তবগান সংকলন করেছেন তা পঞ্চস্তুতি নামে পরিচিত। আদি শংকরাচার্য ত্রিপুরাসুন্দরীকে বিশ্বজননী বলে উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের গঠন কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের মতো হওয়ায় স্থানটি কূর্ম-পীঠ নামেও পরিচিত। মন্দিরের পেছনে যে দীঘি রয়েছে সেটা কল্যাণ সাগর নামেও পরিচিত। এই দিঘির অন্যতম আকর্ষণ হল দু'শো বছরের পুরনো কচ্ছপ ও অসংখ্য প্রজাতির মাছ। মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য এই দিঘিটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে তার নামানুসারে দিঘিটির নাম হয় কল্যাণ সাগর।

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লিখো : **(মান- ১)**

ক্রোধে — পেছনে —

পুরনো — নিন্দা —

কল্যাণ — কনিষ্ঠ —

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

ধ্যানভঙ্গ — .....

মহাযজ্ঞ — .....

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড — .....

ধ্যানযোগে — .....

দেহত্যাগ — .....।

গ) সঠিক শব্দ বাছাই করে লেখো : **(মান- ১)**

অ। ত্রিপুরেশ্বরী শক্তিপীঠে পড়েছিল সতীর .....। উ:-

(বাম হাত / ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল / ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল)

আ। কল্যাণ সাগরটি অবস্থিত মন্দিরের .....। উ:-

(সামনে / উত্তরদিকে / পেছনে)

ই। দিঘির অন্যতম আকর্ষণ ..... ও .....। উ:-

(মাছ ও বাঙ / মাছ ও সাপ / মাছ ও কচ্ছপ)

ঈ। মন্দিরের গঠন ছিল ..... আকৃতি। উ:-

(মাছের / ময়ূরের / কচ্ছপের / কুমীরের)

উ। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ..... খ্রিস্টাব্দে। উ:-

(১৪০১ / ১৫০১/ ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে)

ঘ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

স্বপ্নাদিষ্ট — প্রতিষ্ঠা —

আকর্ষণ— নিমন্ত্রণ —

সংকলন—

ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

ধর্মাবলম্বী — ত্রিপুরেশ্বরী —

সংকলন — স্বপ্নাদিষ্ট —

যজ্ঞ — শংকরাচার্য —

চ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ। মহারাজা — মহান যে রাজা (সাধারণ কর্মধারয় সমাস)

আ। পীঠস্থান —

ই। ত্রিভুবন —

ঈ। প্রত্যক্ষ —

উ। ষোড়শ —

ঊ। বিশ্বজননী —

ঋ। কল্যাণ সাগর —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির কোথায় অবস্থিত ?

উ:-

খ। কে, কবে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন?

উ:-

গ। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের স্থানে সতীর কোন্ অঙ্গ খসে পড়েছিল?

উ:-

ঘ। কোথা থেকে ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি আনা হয়েছিল?

উ:-

ঙ। ত্রিভুবন কী?

উ:-

চ। সতীর পিতার নাম কী ছিল?

উ:-

ছ। শিব কীভাবে সতীর দেহত্যাগের ঘটনা দেখলেন?

উ:-

জ। ষোড়শতন্ত্রে ত্রিপুরাসুন্দরীকে কী বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

উ:-

ঝ। আদি শংকরাচার্য ত্রিপুরাসুন্দরীকে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?

উ:-

ঞ। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ ত্রিপুরাসুন্দরীর কয়টি স্তবগান সংকলন করেছেন?

উ:-

ট। কেন এই মন্দিরকে কূর্ম-পীঠ বলা হয়?

উ:-

ঠ। মন্দিরের পেছনের দিঘিটির নাম কী?

উ:-

ড। দিঘির প্রধান আকর্ষণ কী?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "দীঘির নাম হয় কল্যাণ সাগর।"

— কোন্ রচনার অংশ? কল্যাণ সাগরটি কোথায় অবস্থিত? এটি কে নির্মাণ করিয়েছিলেন? দিঘির জলাশয়ে কী কী আছে লেখো। (১+২+২ = ৫)

উ: ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ কর্তৃক সংকলিত 'শক্তিপীঠ উদয়পুর' রচনার অংশ
কল্যাণসাগর দিঘিটি উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পিছনের দিকে অবস্থিত।
মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য দিঘিটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।
এই দিঘিতে আছে দুশো বছরের পুরোনো কচ্ছপ ও অসংখ্য বিবিধ প্রজাতির মাছ।

খ) "শিব ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করেন।"

— কোন্ রচনার অংশ? শিব ধ্যানযোগে কী প্রত্যক্ষ করেন? এর পরের ঘটনা সংক্ষেপে লেখো। (১+১+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) "কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন।"

— কে, কাকে কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন? উদ্দিষ্ট জনের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের কারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

উদয়পুর গোমতী জেলার অন্যতম শহর। ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানী আগরতলা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিমি। মহারাজাদের আমলে উদয়পুর ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। উদয়পুরের পুরনো নাম ছিল রাঙামাটি। শক্তিপীঠ উদয়পুরে সর্বধর্মের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। উদয়পুরে রয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। এছাড়াও আছে ভুবনেশ্বরী মন্দির, দুর্গা মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, মহাদেব মন্দির, গুণবতী মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কাহিনী অবলম্বনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিসর্জন' নাটক লিখেছিলেন। রাজন্য আমলে হিন্দুধর্মই ছিল ত্রিপুরার রাজধর্ম। ত্রিপুরার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রধান উপাস্য দেবদেবীগণ হলেন মহাদেব ও ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরেশ্বরী। গোমতী জেলার প্রধান নদী গোমতী ত্রিপুরার পবিত্র নদী। তীর্থমুখের নিকটে ডম্বুর জলপ্রপাত ত্রিপুরার একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। গোমতীর মোট দৈর্ঘ্য ১৩৩ কিমি। রাইমা ও সরমা নামে এর দুটি উপনদী আছে। গোমতী নদী বাংলাদেশে মেঘনা নদীতে মিশেছে।

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীথ শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

প্রধান — নিকটে — পবিত্র—

খ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

শহর — সমন্বয় — ধর্ম—

দৈর্ঘ্য — পবিত্র — দেশ —

গ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম করো : **(মান- ১)**

শক্তিপীঠ —

জলপ্রপাত —

জগন্নাথ —

উপনদী —

ক) সঠিক উত্তর বাছাই করে শূন্যস্থান পূরণ করো : **(মান- ১)**

অ) উদয়পুর শহর ..... জেলায় অবস্থিত। উ:-

(গোমতী / সিপাহিজলা / ধলাই / খোয়াই)

আ) গোমতী নদীর মোট দৈর্ঘ্য ..... কিমি। উ:-

(১৩৩ / ১৫০ / ১৬৩ / ২৫০)

ই) ত্রিপুরার একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নাম .....। উ:-

(রামচন্দ্রঘাট / পালাটানা/রুখিয়া /ডম্বুর)

ঈ) ত্রিপুরার মহারাজাদের আমলে উদয়পুরের নাম ছিল .....। উ:-

(রাঙাউটি / রঙপুর / রাঙামাটি / ঊনকোটি)

উ) ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির অবস্থিত ..... শহরে। উ:-

(অমরপুর / উদয়পুর / সোনামুড়া / বিলোনীয়া)

ঙ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

অ) শক্তিপীঠ :-

আ) রাজধর্ম :-

ই) বিসর্জন :-

ঈ) উপাস্য :-

উ) সমন্বয় :-

চ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ। গোমতী ত্রিপুরার পবিত্র নদী।

উ:-

আ। গোমতী বাংলাদেশে মেঘনা নদীতে মিশেছে।

উ:-

ই। ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানী আগরতলা।

উ:-

ঈ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিসর্জন নাটক লিখেছিলেন।

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক) উদয়পুর কোন্ জেলার অন্তর্গত?

উ:- গোমতী জেলার অন্তর্গত।

খ) আগরতলা থেকে উদয়পুরের দূরত্ব কত ?

উ:-

গ) উদয়পুরের প্রাচীন নাম কী ছিল?

উ:-

ঘ) উদয়পুরের বিখ্যাত দেবী মন্দিরটির নাম কী?

উ:-

ঙ) কবিগুরু ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কাহিনি অবলম্বনে কোন্ নাটকটি লিখেছিলেন?

উ:-

চ) ত্রিপুরার একমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটির নাম কী?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "গোমতী ত্রিপুরার পবিত্র নদী।"

কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? গোমতীর তীরে কোন্ বিখ্যাত শহর গড়ে উঠেছে? গোমতীর উপনদী দুটির নাম লেখো। গোমতীর মোট দৈর্ঘ্য কত ? গোমতীকে 'পবিত্র নদী' বলা হয় কেন? (১+১+১+১+১ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) উদয়পুরের পূর্বনাম কী ছিল? ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ছাড়াও আর কী কী মন্দির রয়েছে উদয়পুরে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্ কাহিনি অবলম্বনে 'বিসর্জন' নাটক লিখেছিলেন? (১+২+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ২: পদ্য

একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা

কাশীরাম দাস

কবি পরিচিতি:

কাশীরাম দাস (১৬ শ - ১৭শ শতক) মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কবি। তাঁর রচিত মহাভারত সর্বাধিক জনপ্রিয়। কবির পৈতৃক নিবাস পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। পিতার নাম কমলাকান্ত দাস। কাশীরামের নামে আঠারো পর্বে সমাপ্ত বিশাল মহাভারত প্রচলিত আছে। তবে তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাট এই চার পর্ব রচনা করে মারা যান। পরে তাঁর আত্মীয়স্বজন মিলে কাব্যখানির কাজ সমাপ্ত করেন। এটি ১৮০১ - ১৮০৩ এর মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি সংস্কৃত মহাভারত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এর লেখার অনুবাদ করেছিলেন। সহজ সরল পয়ার ছন্দে রচিত কাশীদাসী মহাভারত বাঙ্গালির ঘরে ঘরে আজও জনপ্রিয়।

উৎসগ্রন্থ ঃ 'একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা' — কবিতাটি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে গৃহীত হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ নিষাদপুত্র একলব্য অস্ত্রশিক্ষার জন্য কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের নিকটে উপস্থিত হলে গুরু দ্রোণ একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিলে অখ্যাতি হবে বলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং 'নীচু জাতি' বলে একলব্যকে উল্লেখ করেন। এই অবস্থায় একলব্য নিষাদের বেশ ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করলেন এবং দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি তৈরি করে দ্রোণকে গুরু রূপে বরণ করেন এবং নিজে নিজেই ধনুর্বিদ্যা শিখতে লাগলেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি মহাধনুর্ধর হয়ে উঠলেন। এরপর একদিন কৌরব ও পাণ্ডবরা এক অনুচর কুকুর নিয়ে বনে প্রবেশ করলে কুকুরের ডাকে একলব্যের ধ্যানভঙ্গ হলে একলব্য ক্রুদ্ধ হয়ে কুকুরের মুখে স্তব্ধবান মারেন। মনের মধ্যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো বাধাই যে দূর করা যায় — একলব্যের মধ্য দিয়ে কবি সে বিষয়টিই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম।।
জোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন।।
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।।
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ-নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন।।
দ্রোণাচার্য-মুখে বাক্য নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল।।
নিষাদের বেশ ত্যাজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা-বল্ক-পরিধান, ফল-মুলাহারী।।
মৃত্তিকার দ্রোণ মূর্তি করিয়া রচন।

নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন।।
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব অস্ত্র শিখি হৈল মহা ধনুর্ধর।।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

নিষাদ —
অধ্যয়ন —
অনুচর—
ব্রহ্মচারী —
দণ্ডবৎ—
বল্ক —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

অধ্যয়ন —
মূলাহারী —
ব্রহ্মচারী —
নিষ্ঠুর —
নিরন্তর —

খ) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

নীচ —
নিষ্ঠুর —
অখ্যাতি —
ত্যজি —

গ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

পুষ্প—
নন্দন —
বিনয় —
অরণ্য —
জাতি —

ঘ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

অধ্যয়ন —
দণ্ডবৎ —
নিরন্তর —
ধনুর্ধর —
ব্রহ্মচারী —

ঙ) সমার্থক শব্দ লেখো : (দুটি করে) **(মান- ১)**

নন্দন — পুত্র, তনয়।
নিষাদ —
বাণ —

চরণ —

মৃত্তিকা —

পুষ্প —

চ) শুদ্ধ রূপ খাতায় লেখো : **(মান- ১)**

নিশাদ / নিষাধ / নিষাদ । উ:-

স্তব্দবান / স্তব্ধবান/স্তব্ধবাণ। উ:-

অধ্যয়ণ / অধ্যয়ন / অধ্যায়ন। উ:-

কাশীরাম দাস / কাশিরাম দাস/ কাশীরাম দাশ। উ:-

ছ) বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বসিয়ে শব্দ বা পদ গঠন করো : **(মান- ১)**

যেমন ঃ ..... ন্দন। উঃ- নন্দন।

..... ন্ধন। ..... হারী। .....য়া। ..... র । ..... র্য।

জ) অর্থবোধক শব্দ বা পদ গঠন করো : **(মান- ১)**

শচআর্য —

জোহাড়ত —

কামৃত্তি —

নচর —

নমলি —

নজহাম —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। একলব্যের পিতার নাম কী ছিল?

উ:-

খ। একলব্য কার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য এসেছিলেন?

উ:-

গ। দ্রোণ একলব্যকে কী বলে অবজ্ঞা করেন?

উ:-

ঘ। ব্রহ্মচারীর হাতে কী ছিল?

উ:-

ঙ। একলব্য কী দিয়ে গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তি তৈরি করেছিলেন?

উ:-

চ। "তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।" — উক্তিটির বক্তা কে?

উ:-

ছ। একলব্য কুকুরের মুখে কী বাণ ছুঁড়েছিলেন?

উ:-

জ। "জটা-বল্ক-পরিধান।" — কার কথা বলা হয়েছে?

উ:-

ঝ। গুরু দ্রোণাচার্য একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে চাননি কেন?

উ:-

ঞ। "দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল।" — কে অরণ্যে প্রবেশ করল?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "মৃত্তিকার দ্রোণ মূর্তি করিয়া রচন।"

— কে, কোন্ উদ্দেশ্যে 'মৃত্তিকার দ্রোণমূর্তি' রচনা করেছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য কী সফল হয়েছিল? (২+৩ = ৫)

উ: একলব্য অস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্যে 'মৃত্তিকার দ্রোণমূর্তি' রচনা করেছিলেন।

হ্যাঁ, একলব্যের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিল। শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যকে একলব্য গুরু বলে মান্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে একলব্য এমন সফল হয়েছিলেন যে, কৌরব-পান্ডবরা, রাজকুমাররাও সে রকম ধনুর্ধর হতে পারেন নি।

খ) "জোড়হাত করি বলে বিনয় বচন ।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন।।"

— জোড়হাত করে কে কাকে কী বলেন? 'সদন' কথার অর্থ কী? শিক্ষা-হেতু বক্তা (উদ্দেশ্য) দ্রোণাচার্যের মূর্তিকে বেছে নিলেন কেন? (২+১+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) "হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।"

— বক্তা কাকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন? নিজ পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঘ) "তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।"

— কে, কার প্রতি এই উক্তিটি করেছেন? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে অখ্যাতির কারণ বর্ণনা করো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঙ) "নিষাদের বেশ ত্যাজি হৈল ব্রহ্মচারী।"

— চরণটি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ ? কে, কেন নিষাদের বেশ ত্যাগ করে ব্রহ্মচারির বেশ ধারণ করেছেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ২: পদ্য

স্বদেশ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবিরপরিচিতি: (১৮১২-১৮৫৯ খ্রিঃ)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালি কবি ও সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের কাচঁড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিনারায়ণ দাসগুপ্ত এবং মাতার নাম শ্রীমতি দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির কবি হিসাবে পরিচিত। কারণ তিনি সমকালের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করলেও তার ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ছিল মধ্যযুগীয়। তিনি মুখে মুখে ছড়া ও গান রচনা করতে পারতেন। তিনি ১৮৩১ সালে সেকালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন। কবির কবিতা ছিল নীতিশিক্ষামূলক। তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থ 'বোধেন্দু বিকাশ', 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিত প্রভাকর' ইত্যাদি।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'স্বদেশ' কবিতার মাধ্যমে আমাদের স্বদেশ প্রীতির বার্তা দিতে চেয়েছেন। স্বদেশ আমাদের জন্মভূমি মায়ের তুল্য। মায়ের কোলের মতো স্বদেশের কোলেই আমরা লালিত পালিত হয়ে বড়ো হয়ে উঠি। তাই কবির মতে, যে কোনো মহামূল্যবান রত্নের চেয়েও স্বদেশের প্রতি প্রেম অনেক বড়ো। সেজন্য স্বদেশের গৌরব, ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কবি সকলকে সত্য ধর্মের পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। মাতৃভাষার উন্নতির লক্ষ্যে মাতৃভাষাতেই জ্ঞান অন্বেষণ ও শিক্ষাদান করে স্বদেশের উন্নতি সাধন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি।
যে তোমার হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে।।
ভূমিতে করিয়া বাস ঘুমেতে পুরাও আশ
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ এই ধরা ধরিয়াছ
জননী-জঠর পরিহরি।।
মিছা মুক্তা মণি হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার।"

১/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

দিবা — প্রেম —

সুধা— মিছা—

প্রিয়— শুভ —

খ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

তৃষ্ণা — হেম —

হৃদয় — ক্ষুধা —

জীব —

গ) প্রতিটির দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

বিভাবরী — রাত্রি, যামিনী, নিশা।

সুধাকর — হেম —

জননী — সমাচার —

ধরা —

ঘ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

জন্মভূমি —

ক্ষুধা —

স্বদেশ —

শুভ সমাচার —

সুধাকর —

২/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। কে জীবকে হৃদয়ে ধরে রেখেছে?

উঃ-

খ। জননী জন্মভূমি কাকে হৃদয়ে ধরে রেখেছে?

উঃ-

গ। "জাগিলে না বিভাবরী।" — 'বিভাবরী' শব্দের অর্থ কী?

উঃ-

ঘ। 'জননী-জঠর' কী ?

উ:-

ঙ। 'সুধাকর' কী ?

উ:-

চ। কীভাবে তৃষ্ণা-ক্ষুধা দূর হয়?

উ:-

ছ। কাকে 'রত্ন' বলা হয়েছে?

উ:-

৩/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি।

যে তোমার হৃদয়ে রেখেছে।"

— কবি 'জীব' ও 'জননী জন্মভূমি' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন? 'হৃদয়ে রেখেছে' কথাটির তাৎপর্য লেখো। (২+৩ = ৫)

উ: কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'স্বদেশ' কবিতায় 'জীব' বলতে স্বদেশবাসী অর্থাৎ, ভারতবাসীকে এবং 'জননী জন্মভূমি' বলতে ভারতমাতা বা ভারতবর্ষকে বুঝিয়েছেন।

'হৃদয়ে রেখেছে' কথাটির অর্থ দেশমাতা তাঁর সন্তান দেশবাসীকে অতি যত্ন সহকারে ধারণ করেছেন। মাতৃগর্ভ থেকে শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন জননীর স্তন ও দেশের জল আলো বাতাস তাকে লালিত পালিত করে ধীরে ধীরে বড়ো করে তোলে। জননী যেমন তাঁর সন্তানকে সর্বদা বুক দিয়ে আগলে রাখেন, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন তেমনি জন্মভূমিও তার সন্তানদের রক্ষা করেন তাই আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

খ) "জাগিলে না দিবা-বিভাবরী।"

— কবি ও কবিতার নাম লেখো। 'বিভাবরী' শব্দের অর্থ কী? কবি বিভাবরীকে ধিক্কার জানিয়েছেন কেন? (১+১+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) "তারা বলে গেল।"

— কারা কী বলে গেল? তাদের উদ্দেশ্য তারা কী বলেছে? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।
স্বদেশের প্রেম যত সেই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরেচিত্ত পটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে চল সত্য ধর্মপথে
সুখে করো জ্ঞান অন্বেষণ।
বৃদ্ধি করো মাতৃভাষা পুরাও তাঁহার আশা
দেশে করো বিদ্যা বিতরণ।।

১/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

স্বদেশ — ভ্রাতৃভাব —

সত্য — আশা —

খ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

স্নেহ — বিদ্যা — জ্ঞান —

অধিবাস — শাস্ত্র —

গ) লিঙ্গ পরিবর্তণ করো : **(মান- ১)**

ঠাকুর — জননী — ভ্রাতা—

ঘ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

প্রেমপূর্ণ —

অধিবাস —

দেশবাসী —

বিদেশ —

শাস্ত্রমতে —

ঙ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ। বৃদ্ধি করো মাতৃভাষা। উ:-

আ। চিত্তপটে চিত্র করে। উ:-

ই। বিদেশেতে অধিবাস যার। উ:-

ঈ। সুখে করো জ্ঞান অন্বেষণ। উ:-

উ। দেশে করো বিদ্যা বিতরণ। উ:-

ঊ। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। উ:-

চ) শূন্যস্থান পূরণ করো : **(মান- ১)**

অ। প্রেমপূর্ণ ..... মেলিয়া। উ:-

(চক্ষু / নেত্র / নয়ন)

আ। চল সত্য .....। উ:-

(সুপথে / বিপথে / ধর্ম পথে)

ই। বৃদ্ধি করো .....। উ:-

(ইংরেজি ভাষা / মাতৃভাষা / বাংলা ভাষা)

ঈ। দেশে বিতরণ করতে বলা হয়েছে .....। উ:-

(জ্ঞান / শাস্ত্র / বিদ্যা)

ছ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

ভ্রাতৃভাব —

অন্বেষণ —

বিতরণ —

শাস্ত্রমতে —

জ) শুদ্ধরূপটি লিখ করো : **(মান- ১)**

অ। অন্বেষণ / অন্যেষণ / অন্নেষণ। উঃ-

আ। ভ্রাতৃভাব / ভাতৃভাব / ভাত্রীভাব। উঃ-

ই। প্রেমপুণ্য / প্রেমপুর্ন / প্রেমপূর্ণ। উঃ-

ঈ। আধিবাস / অদিবাস / অধিবাস। উঃ-

উ। বেপার / ব্যাপার / ব্যপার। উঃ-

ঝ) বর্ণ ও বর্ণগুচ্ছ বসিয়ে শব্দ বা পদ গঠন করো : **(মান- ১)**

..... বাস, ... ভাব, ... ষণ, ... কুর।

ঞ) অর্থবোধক শব্দ গঠন করো : **(মান- ১)**

কুরকু — .....। বাঅসধি — .....।

রবিণত— .....। ভামাতৃষা — .....।

২/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান- ১)**

ক। কবি কাদের ভাই-এর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছেন ?

উ:-

খ। কখন স্বদেশ প্রেম বেশি উপলব্ধ হয়?

উ:-

গ। কাকে 'বিদেশের ঠাকুর' - বলা হয়েছে?

উ:-

ঘ। কবি কাকে 'স্বদেশি শাস্ত্র' বলেছেন?

উ:-

ঙ। "বৃদ্ধি করো .....।" — কবি কী বৃদ্ধি করতে বলেছেন?

উ:-

চ। কবি দেশে কী বিতরণ করতে বলেছেন ?

উ:-

ছ। কোন্ পথে চলতে বলা হয়েছে?

উ:-

৩/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক। স্বদেশ কবিতায় কবি দেশবাসীর প্রতি কী আহ্বান জানিয়েছেন ? (৫)

উ: .....

.....

.....

খ। "কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।"

— 'দেশের কুকুর' ও 'বিদেশের ঠাকুর' কথাগুলোর দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ। 'দেশে করো বিদ্যা বিতরণ।'

— কে, কাদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দিয়েছেন? বক্তার নির্দেশ পালন করলে দেশের কী উপকার সাধিত হবে বলে তুমি মনে করো? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

একক ২: পদ্য

বিজয়া দশমী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচয়: (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রিঃ) ঃ

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৮ খ্রিঃ ২৫ শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহুবী দেবী। তাঁর প্রথম কাব্য ইংরেজি ভাষায় রচিত 'A Vision of the past - Captive ladie' তেমন প্রশংসা না পাওয়ায় তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন তিনিই করেন। তাঁর রচিত প্রহসন: 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। নাটক: 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'তিলোত্তমা সম্ভব', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। সনেট: চতুর্দশপদী কবিতাবলী। মাত্র সাত বছর বাংলা কাব্য প্রাঙ্গণে পদচারণা করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিস্ময়কর প্রতিভা ও অক্ষয় প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম কবি পুরুষ তিনি।

উৎস ঃ 'বিজয়া দশমী' কবিতাটি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' থেকে উদ্ধৃত এবং এটি একটি সনেট জাতীয় কবিতা।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ মাত্র তিনদিনের জন্য উমা তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসেন। মা মেনকার সেজন্য খুশির আর সীমা নেই। কিন্তু সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পর দশমীর দিনই তাঁকে ফিরে যেতে হবে নিজের বাড়িতে। তাই মা মেনকার মন প্রচুর ব্যথা-বেদনা ও দুঃখে পরিপূর্ণ। সময়কে কোনোভাবেই বেঁধে রাখা যায় না। তবু মেয়েকে আরও কিছুদিন কাছে রাখার আশায় মা মেনকা নবমী রাত্রিকে এক জায়গায় স্থির থাকার কাতর আবেদন করেছেন। তিনি চান না, রাত্রির অবসান হোক। কারণ তা হলেই মা মেনকা তাঁর নয়নের মণি উমাকে হারাবেন। কন্যা বিচ্ছেদের বেদনাই এই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির মধ্য দিয়ে বাঙালির পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র ফুটে উঠেছে।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে! —
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বারোমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি!"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

রজনী — রাত্রি।

লয়ে — পরাণ—

নয়ন — উদিলে —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সমার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

রবি — সূর্য।

তারা — উমা—

নির্দয় — নিত্য —

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

দয়াময়ি — মা দয়াময়িকে সব সময় মান্য করবে।

উদয়-অচলে —

অশ্রুজলে —

নয়নের মণি —

বারোমাস —

গ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

উদিলে — নির্দয় —

নিত্য — দয়া —

ঘ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) যেয়ো না, রজনী আজি লয়ে তারাদলে। উ:-

আ) গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে। উ:-

ই) উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে। উ:-

ঙ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

বারোমাস — বারোটি মাসের সমাহার ঃ দ্বিগু সমাস।

অশ্রুজল —

তারাদলে —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর : **(মান- ১)**

ক। কোন্ তিথির রজনীকে তারাদলে নিয়ে যেতে মানা করা হয়েছে?

উ:-

খ। কবিতায় কাকে 'নির্দয়' বলা হয়েছে?

উ:-

গ। কবিতায় 'নয়নের মণি' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?

উ:-

ঘ। 'নয়নের মণি' গেলে কার পরাণ যাবে?

উ:-

ঙ। কবিতায় 'দয়াময়ি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) 'গেলে তুমি দয়াময়ি; এ পরাণ যাবে।'

— কে, কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছে? 'এ পরাণ যাবে' অংশটির তাৎপর্য লেখো। (২+৩ = ৫)

উ: শ্বশুরবাড়ি থেকে মাত্র তিনদিনের জন্য মেনকা-কন্যা উমা এসেছেন তাঁর বাপের বাড়িতে। কিন্তু নবমী রাত্রি প্রভাত হলেই দশমী এবং ওইদিন তাঁকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে হবে। সময়কে কোনোভাবে বেঁধে রাখা যায় না। তবুও তিনি চান না রাত্রির অবসান হোক। কারণ মেয়ের বিচ্ছেদ বেদনা তিনি সহ্য করতে পারে না। সেজন্য রাত্রিকে 'দয়াময়ি' সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি চলে গেলে আমার 'এ পরাণ যাবে'।

খ) ' যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে!'

— কে, কাকে একথা বলেছে? পঙক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) 'নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবো!'

— উদ্ধৃতাংশটির বক্তা কে? নয়নের মণিকে হারাবার কারণ কী? উদ্ধৃতাংশের আলোকে বক্তার চরিত্র অঙ্কন করো।

(২+১+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার, শুনিতেছি বাণী -
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!" - কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণি।

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

কুন্তল — চুল।

বিরহ — কর্ণকুহরে —

দ্বিগুণ — নিশা —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) সমার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

দিন — দিবস / দিবা।

মন— আঁধার —

বানী — ঘর —

খ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

সান্ত্বনা — দুঃখী মানুষকে সান্ত্বনা না দিয়ে সাহায্য করো।

স্বর্ণদ্বীপ —

কর্ণ-কুহরে —

বিরহ-জ্বালা —

মিষ্ট —

গ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

অন্ধকার — আলো।

সৃষ্টি — জ্বলিতেছে —

কাতরে — দীর্ঘ —

ঘ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

দিন — দৈনিক।

দীপ — ঘর —

ঙ) শুদ্ধরূপটি লিখো: **(মান- ১)**

ক) শান্তনা / সান্ত্বনা / শান্ত্বনা । উ:-

খ) স্বর্ণদীপ / স্বর্ণদিপ / স্বর্ণদ্বীপ । উ:-

গ) কূন্তলে / কোন্তলে / কুন্তলে। উ:-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর : **(মান- ১)**

ক। কোন্ তিনদিনের কথা কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে?

উ:-

খ। 'তারা-কুন্তলে' বলতে কী বোঝ?

উ:-

গ। স্বর্ণদ্বীপ কাকে বলা হয়েছে?

উ:-

ঘ। 'দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে' কেন বলা হয়েছে?

উ:-

ঙ। 'গিরীশের রাণি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) 'তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে

দূর করি অন্ধকার,"

— কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ এটি ? উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য লেখো।

উ: .....

.....

.....

খ) 'এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?"

— কার কেন বিরহ জ্বালা ? বক্তার বিরহ-জ্বালাকে কেন দীর্ঘ বলা হয়েছে ?

উ: .....

.....

.....

প্রশ্ন

কবি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কবি, গীতিকার, চিত্রশিল্পী, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রচিত 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যা সংগীত', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'পূরবী', 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক' ইত্যাদি কাব্যগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বসাহিত্যের সেরা সম্মান নোবেল প্রাইজ লাভ করে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইনি ছিলেন মানবতার কবি, সুন্দরের পূজারি। অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁর সুগভীর মায়া ও মমতা ছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান।

উৎস ঃ 'প্রশ্ন' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ রচিত 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ এই জগতের কল্যাণ বা মঙ্গালের জন্যে সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে দূতরূপে মহামানবদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মহামানবরা এই জগৎ ও মানবকে ক্ষমা করতে ও পরস্পরকে ভালবাসতে বলেন, সমাজের বুক থেকে সকল রকম হিংসা নাশ করতে বলেন। প্রেম, ভালোবাসা ও সহনশীলতার দ্বারা সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরতে শিক্ষা দেন। তাঁরা আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়— তাঁদের বাণী আমাদের পাথেয়। অথচ দেখা যায় যে, অত্যাচারীদের অত্যাচারে তাঁদের সেই মূল্যবান বাণী আজ ধূলিলুণ্ঠিত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই মানব সভ্যতার এই শোচনীয় পরিণাম দেখে কবির হৃদয় আজ ব্যথিত। অত্যাচারীর অপরাধের কোনো বিচার হয় না। চারদিকের এই অত্যাচার, অবিচার দেখে কবি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি কি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি কি সমাজের স্বার্থপর ঘৃণ্য লোকেদের ক্ষমা করতে পারেন? তারা কি ক্ষমার যোগ্য?

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে।
তারা বলে গেল, 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো'—
'অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।'
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

১/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

ভগবান — দয়াহীন —

দুর্দিনে — ব্যর্থ —

খ) শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

ক্ষমা — অন্তর —

বিদ্বেষ — বরণীয় —

গ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

স্মরণীয় —

বিদ্বেষ —

অন্তর —

সংসার —

ঘ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

সংসার = সম্ + সারে।

দুর্দিনে = ব্যর্থ =

নমস্কার =

ঙ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) ক্ষমা করো <u>সবে</u>। উ:-

আ) আজি <u>দুর্দিনে</u> ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। উ:-

ই) অন্তর হতে <u>বিদ্বেষ-বিষ</u> নাশো। উ:-

ঈ) তবুও <u>বাহির-দ্বারে</u>। উ:-

চ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

সংসার — ব্যর্থ —

অন্তর — বিদ্বেষ —

২/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর : **(মান-১)**

ক। কে যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছেন?

উ:-

খ। এই সংসারটা কেমন?

উ:-

গ। ভগবান প্রেরিত দূতেরা কী বলে গেলেন?

উ:-

ঘ। অন্তর থেকে কী নাশ করতে বলা হয়েছে?

উ:-

ঙ। কারা বরণীয় ও স্মরণীয় ?

উ:-

৩/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে।"

— ভগবান কীভাবে দূত পাঠিয়েছেন? সংসারকে দয়াহীন বলা হয়েছে কেন? (২+৩ = ৫)

উ: মানব জগতের মঙ্গালের জন্য অনেক মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে নানা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই মানব কল্যাণ সাধন। আসলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই তাঁর সৃষ্ট এই মানব জগৎকে অর্ধমপথ থেকে ধর্মপথে চালিত করার জন্য তাঁদের নিজের দূতরূপে পাঠিয়েছেন।

মানব সংসার বড়োই জটিল। এ সংসারে বহু মহামানবের সমাগম হয়েছে। তাঁরা মানুষকে সত্য-শান্তি ও ধর্মপথে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ জগৎ মহামানবদের বাণী উপেক্ষা করে সর্বদাই ক্ষুদ্র স্বার্থের আশায় হানাহানি, সংঘাত করে চলেছে। পরস্পরের প্রতি হিংসা করে চলেছে। দুর্বল, অসহায়কে সাহায্য করার পরিবর্তে নির্মম ভাবে শোষণ, লাঞ্ছন, নিপীড়ণ করে চলেছে। তাই এই সংসার কবির কাছে 'দয়াহীন'।

খ) 'আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।'

— উদ্ধৃতিটি কার লেখা, কোন্ কবিতার অন্তর্গত? 'দুর্দিনে' কথার অর্থ কী? দুর্দিনে কারা, কাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন এবং কেন?

(২+১+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।।"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

কপট — প্রতিকারহীন —

উন্মাদ — নিভৃতে

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

গোপন — প্রকাশ। অপরাধ —

হিংসা — তরুণ —

খ) পদান্তর করো : **(মান- ১)**

গোপন — অপরাধ —

নীরব — হিংসা —

গ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

তরুণ —

যন্ত্রণা—

অপরাধ —

পাথর —

ঘ) সঠিক উত্তর বাছাই করে শূন্যস্থান পূরণ করো : **(মান- ১)**

ক) হিংসা .....। উঃ-

(শীতল / গোপন / চরম)

খ) বিচারের বাণী ..... । উঃ-

(কাঁদে / হাসে)

গ) তরুণ বালক মাথা কুটে .....। উঃ-

(মাটিতে / গাছে / পাথরে)

ঘ) নিভৃতে কাঁদে .....। উঃ-

(বিচারের বাণী / বিবেকানন্দের বাণী)

ঙ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

ক) আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা। উঃ-

খ) বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। উঃ-

গ) পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। উঃ-

ঘ) তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে। উঃ-

চ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

নিঃসহায় —

নিষ্ফল —

নীরব —

৩/ প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো : (মান-১)

ক। বক্তার দেখা হিংসা কেমন?

উ:-

খ। বিচারের বাণী কীভাবে কাঁদে?

উ:-

গ। কে উন্মাদ হয়ে ছুটে?

উ:-

ঘ। কোথায় নিষ্ফল মাথা কুটে?

উ:-

ঙ। অপরাধ কেমন?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

— কোন্ কবিতার অংশ? 'নিভৃতে' কথার অর্থ কী? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে কেন? (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) 'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে,"

হেনেছে নিঃসহায়ে।"

— কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? কে দেখেছেন? 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি'— কথাটির দ্বারা বক্তা আধুনিক সভ্যতার কোন্ চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন — কবিতা অনুসরণে সংক্ষেপে আলোচনা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

গ) 'কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।'

— কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কে, কেন পাথরে মাথা কুটে মরে? বক্তব্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (১+১+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

একক ২: পদ্য

ঝর্ণা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি পরিচিতি: (১৮৮২-১৯২২ খ্রিঃ):

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবি ও ছড়াকার। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নিমতা গ্রামে তিনি ১৮৮২ খ্রিঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রজনী নাথ দত্ত এবং মাতা মহামায়া দেবী। বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌ধারা ও ভাষার ধ্বনি নিয়ে নতুন নতুন ছন্দ সৃষ্টি তাঁর কবি প্রতিভার মৌলিক কীর্তি। তাঁর কবিতায় ছন্দের কারুকাজ, শব্দ ও ভাষা যথোপযুক্ত ব্যবহারের কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' নামে আখ্যায়িত করেন। অপরূপ নিসর্গ দৃষ্টি ও সমাজ সচেতনতা কবির কাব্যশিল্পকে নিজস্ব বিকাশের পথ নির্দেশ করেছিল। কবির রচিত কাব্য গ্রন্থগুলো হল- 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেনু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেনু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির শিখন', 'বেলা শেষের গান', 'বিদায় আরতি' প্রভৃতি। তাঁর ছন্দ সম্পর্কিত রচনা 'ছন্দ সরস্বতী'।

উৎস ঃ 'ঝর্ণা' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিদায় আরতি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত ঝর্ণা কবিতায় প্রকৃতি সৃষ্ট ঝর্ণার এক অপূর্ব সৌন্দর্য অঙ্কন করেছেন। কবি ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্যে এতটাই মোহিত হয়েছেন যে, তিনি ঝর্ণাকে নানা উপমায় ভূষিত করে ঝর্ণার রূপ উন্মোচন করেছেন। কবি যেভাবে ঝর্ণাকে রূপে-ভাবে, রঙে-রসে চিত্রিত করেছেন তাতে ঝর্ণাকে একটি মানবী মূর্তি বলেই মনে হয়। ঝর্ণা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে তার যৌবন বেগ নিয়ে, তার কানে, মাথায়, কোমরে ও আঁচলে সর্বত্র রয়েছে নানা অলঙ্কার। কোথাও রয়েছে গিরিমল্লিকা, কোথাও রামধনু। পাহাড় পর্বতের বুক চিরে বেরিয়ে সে তার শীতলতা ও ভালবাসার দ্বারা সমস্তরকম রুক্ষতাকে দূর করে দেয়। সেজন্য ঝর্ণার কলতান ও হাসি কবির কাছে বড়ো প্রিয়। সে উত্তাল সাগরের ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে চলে সমুদ্রের পানে। তার পূণ্যস্পর্শে অনুর্বর মরুভূমিও সজীব ও-শস্যশ্যামল হয়ে উঠে। ঝর্ণা যেন এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুধা এনে দেয়। তাই ঝর্ণার উজ্জ্বল রূপ ও সৌন্দর্য সত্যিই অতুলনীয়।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !
অঞ্চল-সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা ! "

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

ঝর্ণা — ফোয়ারা।

চন্দ্রিকা — অঞ্চল —

সিঞ্চিত — কুন্তলে —

তাপসী — অপর্ণা —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

তরলিত — কঠিনায়ত

কুন্তল — যৌবন — সুন্দরী—

খ) পদ পরিবর্তন করো: **(মান- ১)**

তরলিত — তরল।

গৈরিক — সিঞ্চিত — স্বর্ণ —

গ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

অ। সীঞ্চিত / সিঞ্চীত / সিঞ্চিত। উ:- সিঞ্চিত

আ। গৈরিক / গৌরিক / গৈরীক । উ:-

ই। সুন্দরি / সুন্দরী / সূন্দরি। উ:-

ঈ। স্বর্ণ / সর্ণ / স্বর্ন । উ:-

ঘ) সমার্থক শব্দ লেখো: **(মান- ১)**

অ) গিরি — পর্বত, পাহাড়, নগ, অচল, শৈল।

আ) তনু —

ই) যৌবন —

ঙ) উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো : **(মান- ১)**

অ) তরলিত ..... চন্দন বর্ণা। উ:-

(চন্দ্রিকা/চন্দ্রমালা/স্বর্ণা)

আ) অঞ্চল সিঞ্চিত ..... স্বর্ণে। উ:-

(লাল /সবুজ / গৈরিক)

ই) তনু ভরি যৌবন, ... অপর্ণা। উ:-

(ঊর্বশী / তাপসী / রূপসী)

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর : **(মান-১)**

১। কাকে সুন্দরী বলা হয়েছে ?

উঃ-

২। তরলিত চন্দ্রিকা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উঃ-

৩। কুন্তল কর্ণে কী দোলে ?

উঃ-

৪। 'ঝর্ণা' কবিতাটি কার লেখা?

উঃ-

৫। 'ঝর্ণা' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) 'সুন্দরী ঝর্ণা!

তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন বর্ণা!'

— কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? কাকে, কেন 'তরলিত চন্দ্রিকা' বলা হয়েছে? (২+৩ = ৫)

উ: ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'ঝর্ণা' কবিতার অংশ।

কবি ঝরণাকে 'তরলিত চন্দ্রিকা' বলেছেন। 'তরলিত চন্দ্রিকা' কথাটির অর্থ হল চাঁদের জ্যোৎস্না। চাঁদের জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ ও মধুর। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোর প্রকৃতি মোহময়ী ও অপরূপা হয়ে ওঠে। পর্বত থেকে নেমে আসা ঝর্ণার স্বচ্ছ ধারা চাঁদের আলোর মতই সুন্দর। ঝর্ণা যেমন উচ্ছলিত হয়, তার প্রতিটি শুভ্র জলকনা চারিদিকে যেমন বিচ্ছুরিত হয় তখন মনে হয় চাঁদের আলো বিগলিত হয়ে ধরিত্রীর বুকে ঝরে পড়ছে। আর ঝর্ণার জল তরল। তাই ঝর্ণাকে 'তরলিত চন্দ্রিকা' বলেছেন কবি।

খ) 'তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা!

— তনু ভরি যৌবন কাকে কেন বলা হয়েছে? তাপসীর সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে কেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) ঝর্ণাকে কবি কী কী বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং কার কার সঙ্গে তুলনা করেছেন তা লেখো। (৩+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্র !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা !

ঝর্ণা !

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

শৈল — শিলা জাতীয়, পাথর জাতীয়।

পৈঠা — তনুগাত্রী —

পান্না — মর্ত্যে —

সুপর্ণা —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

শৈল — শিলা।

পাহাড় — স্বর্গ — গঙ্গা —

খ) নিম্নরেখ পদগুলোর কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

১) পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো। উ:- কর্ম কারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

২) হরিচরণ চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো। উ:-

৩) স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা। উ:-

গ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রেমদাত্রী	প্রেম দান করে যে	কর্মধারয়
হরিচরণ চ্যুতা		
হরিচরণ		

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান-১)**

ক) কবি কাকে 'প্রেমদাত্রী' বলেছেন?

উ:-

খ) 'পান্নার অঞ্জলি' — বলতে কী বোঝো?

উ:-

গ) কাকে 'হরিচরণ চ্যুতা' — বলা হয়েছে?

উ:-

ঘ) ঝর্ণাকে কোথা থেকে সুধা আনতে বলা হয়েছে?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!

পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,"

— কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ? উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) 'হরিচরণ চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,"

— গঙ্গাকে কেন 'হরিচরণ-চ্যুতা' বলা হয়েছে? ঝর্ণাকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনার যৌক্তিকতা কী? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

গ) 'স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা!'

— স্বর্গের সুধা কী? স্বর্গের সুধার দ্বারা কী হবে? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মুরছে ও-অলকে,
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!
ঝর্ণা!

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

বেলোয়ারি — স্ফটিকের ন্যায় পল তোলা কাঁচ দ্বারা নির্মিত।

চঞ্চলা — মোতিয়া —

অলকে — মেখলা —

২/ নীচের শূন্যস্থান সঠিক শব্দ বসাও : **(মান- ১)**

অ) 'ঝর্ণা' কবিতাটির উৎস গ্রন্থ হল ————। (বিদায় আরতি/সবিতা/হোমশিখা)

আ) ওলো ———— তোর পথ হল ছাওয়া যে। (মেঘলা/চঞ্চলা/মোতিয়া)

ই) মেঘলায় মরি মরি, ———— ঝলকে! (বিদ্যুৎ/মরীচিকা/রামধনু)

ঈ) তুমি স্বপ্নের সখি ————। (বিদ্যুৎপর্ণা/ঋতুপর্ণা/সুপর্ণা)

৩/ বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

বেলোয়ারি — বেলোয়ারি ঝাড় বাতি দেখতে খুব সুন্দর।

আওয়াজ —

মেঘলা —

ঝলক —

রামধনু —

৪/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো: **(মান-১)**

ক) মেখলা কী?

উঃ- মেখলা হল মেয়েদের কোমরের অলংকার।

খ) রামধনু ?

উঃ-

গ) ' তোর পথ হল ছাওয়া যে!' — কার পথের কথা বলা হয়েছে?

উঃ-

ঘ) 'তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!' — কে কার সখী?

উঃ-

৫/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!'

— কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ঝর্ণা' কবিতায় ঝর্ণার যে অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো। (৫)

উ: .....

.....

.....

একক ২: পদ্য

কুলি-মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি: (১৮৯৯ - ১৯৭৬)

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান যুগে যুগে বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জীবন সংগ্রামে প্রেরণার উৎস রূপে কাজ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আহমেদ এবং মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের বাল্যকালের নাম দুখু মিঞা। অতি দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি সাহিত্যচর্চা ও কাব্যচর্চা শুরু করেন। সেই সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পরই তাঁর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ— দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। গীতিকার ও সুরকাররূপে নজরুল সর্বজনস্বীকৃত। সেই গানগুলো 'নজরুল সংগীত' বা 'নজরুল গীতি' নামে বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল—'অগ্নিবীনা', 'বিষের বাঁশি', ' সর্বহারা', 'প্রলয় শিখা', 'দোলনচাঁপা', 'ফণিমনসা', 'ঝিঙে ফুল', ইত্যাদি। তিনি 'নবযুগ', 'ধুমকেতু', 'লাঙল' নামে তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ অগাস্ট নজরুল বাংলাদেশের ঢাকা শহরে পরলোকগমন করেন।

উৎস ঃ 'কুলি-মজুর' কবিতাটি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ শ্রমজীবী মানুষ হল মানব সভ্যতার কারিগর। তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিল তিল করে গড়ে তোলে নগর, বন্দর, কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে সভ্যতার বিকাশ ঘটে। অথচ শ্রমজীবী মানুষই কারণে-অকারণে শোষণের শিকার হয়। সাম্যবাদী কবি নজরুল এই সকল শোষিত বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-বেদনায় গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছেন। যারা সভ্যতার 'ধারক ও বাহক-সভ্যতার পিলসুজ' তাদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার দেখে তাই কবির জিজ্ঞাসা, "এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল।" কুলি বলে বাবুসাব তাকে নীচে ঠেলে ফেলে দিলেও সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেনি এজন্য যে, সে অসহায় ও দুর্বল, কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি। তাই শোষিত, বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে কবি নজরুল উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। শ্রমিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করে বলেছেন যে, আর বেশি দিন শ্রমজীবী মানুষ অন্যায় অত্যাচার মেনে নেবে না, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। তাই যারা আজ 'কুলি-মজুর' বলে শোষিত ও অবহেলিত তারাই একদিন এই ধরণীর তরণীর হাল ধরবে। তারাই হবে সভ্যতার কাণ্ডারি। শ্রমজীবীদের উত্থানে পৃথিবী শোষণমুক্ত, সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠবে।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল
এমন করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের, তুই কত ক্রোড় পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এসব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখো, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ শকট, অট্টালিকা মানে।"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

বাষ্প-শকট — বাষ্প চালিত গাড়ি।

দুর্বল — অট্টালিকা —

ক্রোড় — রাঙা —

খুন —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

জগৎ — জাগতিক।

জল — দুর্বল —

দেশ — রাঙা —

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

দুর্বল — মিথ্যাবাদী —

গ) বাক্য রচনা করো : **(মান- ১)**

অট্টালিকা — আগরতলা শহরে সারি সারি সুউচ্চ অট্টালিকা দেখা যায়।

জল —

রাঙা —

ধূলিকণা —

দেশ —

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো : **(মান- ১)**

ক) দধীচি / দধিচি / দধীচী। উ:- দধীচি।

খ) অট্টালিকা / অট্টালীকা / অট্রালীকা। উ:-

গ) ধূলিকনা / ধূলীকণা / ধূলিকণা। উ:-

ঘ) বাস্প-শকট / বাষ্প-শকট/ বাস্প-সকট। উ:-

ঙ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

বাষ্প-শকট — বাষ্প চালিত শকট; মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

রাজপথ —

বাবুসাব —

ধূলিকণা —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান-১)**

ক) বাবু সাব কাকে ঠেলে নীচে ফেলে দিল?

উ:- বাবুসাব একজন কুলিকে ঠেলে নীচে ফেলে দিল।

খ) কার চোখ ফেটে জল এসেছিল?

উ:-

গ) জগৎ জুড়ে কারা মার খায়?

উ:-

ঘ) দধীচি কে?

উ:-

ঙ) কার হাড় দিয়ে বাষ্প-শকট চলে?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) 'চোখ ফেটে এল জল,
এমন করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?' (২+১+২ = ৫)

— উদ্ধৃতিটির বক্তা কে? কার চোখ ফেটে জল এল? কোন্ পরিস্থিতি দেখে বক্তার চোখ ফেটে জল এল সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উ: বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের লেখা 'কুলিমজুর' কবিতার অংশ।

কবি নজরুল ইসলামের চোখ ফেটে জল এল।

কবি একদিন রেলে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একজন সাহেবি বাবু লোক একটা কুলিকে ধাক্কা মেরে রেলগাড়ির কামরা থেকে নীচে ফেলে দিল। লোকটার অপরাধ সে কুলি হয়ে রেলে চড়েছিল। কুলি হওয়ার জন্য তাকে এমনভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে হল। কুলিটির প্রতি এইরূপ নির্যাতন হতে দেখে কবির মানসপটে দেশের হাজার হাজার কুলি, মজুর, শ্রমজীবী মানুষদের নির্যাতনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল। নিরপরাধ, সর্বহারা ও শ্রমিকশ্রেণির এরূপ নিদারুণ পরিণতির কথা চিন্তা করতে করতে কবির চোখ ফেটে জল এল।

খ) 'যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।'

— কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ? 'দধীচিদের হাড় দিয়ে' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) 'তুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,'

— উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। 'ধূলিকণা' কী জানে বুঝিয়ে দাও। (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

"আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,

পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!'

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

দেনা — ধার, কর্জ।

গাঁইতি — মুটে — কুলি —

পবিত্র — উত্থান —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

পবিত্র — অপবিত্র।

শুভ — দেনা — উত্থান —

খ) উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো : **(মান- ১)**

অ) দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে দেনা, শুধিতে হইবে .....। (ঋণ / টাকা / ধন)

আ) হাতুড়ি শাবল ..... চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়। (কোদাল / তির / গাঁইতি)

ই) পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের .....। (জীবন / হাড় / মৃতদেহ)

ঈ) তারাই ....., তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান। (পশু / মানুষ / জীব)

গ) বাক্য রচনা লেখো : **(মান- ১)**

ঋণ — রাম বাবু ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন।

পাহাড় —

হাড় —

মজুর —

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান-১)**

১) কবি 'শুভদিন' বলতে কোন্ দিনকে বুঝিয়েছেন?

উ:- শ্রমিক শ্রেণির দেশের ক্ষমতা দখলের দিনকে বুঝিয়েছেন।

২) কী শোধ করতে হবে?

উ:-

৩) পাহাড় কাটা পথের দুপাশে কী পড়ে রয়েছে?

উ:-

৪) কবি কাদের 'মানুষ' ও 'দেবতা' বলেছেন?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!'

— কীসের দেনা বেড়েছে? কীভাবে এ ঋণ শোধ করতে হবে? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) 'তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,'

— এখানে কাদের 'মানুষ' ও 'দেবতা' বলা হয়েছে? কবি কেন তাদের গান গাইতে চান? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ

"তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে, আমরা রহিব নীচে,

অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।

সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে,

এই ধরণির তরণির হাল রবে তাহাদেরি বশে।

১/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

নীচ — নীচতা।

দেহ — মন —

মাটি — রস —

খ) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

অ) দেহ — শ্রমিকদের সারা দেহ ঘামে সিক্ত থাকে।

আ) মন —

ই) মাটি —

ঈ) রস —

গ) নিম্নে রেখাঙ্কিত পদগুলোর কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ। উ:- কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

আ) হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়। উ:-

ই) তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি। উ:-

ঈ) তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান! উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) 'তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে, আমরা রহিব নীচে,

অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।'

— এখানে 'তুমি' ও 'আমরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? উদ্ধৃতিটিতে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

(২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

খ) 'সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে,

এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।'

— 'মাটির মমতা রসে সিক্ত' কথাটির অর্থ কী? কীভাবে 'ধরণীর তরণীর হাল' তাদের বশে থাকবে? (২+৩ = ৫)

উঃ .....

.....

.....

একক ২: পদ্য

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

কবির পরিচিতি: (১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রিঃ)

জীবনানন্দ দাশ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাংলা কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত বরিশালে ১৮৯৯ খ্রিঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা সত্যানন্দ দাশ ও মাতা কুসুমকুমারী দেবী। তাঁকে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। তাঁর কবিতা চিত্ররূপময় - ভাবনায় যেমন অনন্য, প্রকাশভঙ্গিও তেমনি অসাধারণ, বাংলার মাটি, বাংলার প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। তাঁর কাব্যে নিঃসঙ্গ, বিষন্নতা, বিপন্ন মানবতা, জীবনবোধ ও মৃত্যুবোধের কথা ও ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখ্যযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল - 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবহেলা কাল বেলা' প্রভৃতি।

কবিতার উৎস ঃ 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ পল্লিবাংলার রূপ সৌন্দর্য দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি পরজন্মেও আবার ধানসিঁড়ি নদীর তীরে ফিরে আসতে চান। মানুষ না হলেও অন্তত শঙ্খচিল, শালিখ, কাক বা হাঁস রূপে। তখন তাঁর সারাদিন কেটে যাবে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে, কাঁঠালের ছায়ায়, কলমির গন্ধ ভরা জলে। গ্রাম বাংলার নদী, মাঠ খেতের ভালোবাসার আকর্ষণে কবি আবার ফিরে আসবেন জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা সবুজ গ্রামে। এই পৃথিবীর বুক থেকে চির বিদায় নিলেও কবির সমস্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই বাংলার মাটির সঙ্গে চিরদিন একাত্ম হয়ে থাকবেন।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে - এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় - হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো — কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ-ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব ফিরে বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ ডাঙায়;"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

নবান্ন — নতুন অন্ন ডাঙা —

ঘুঙুর — ভেজা —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

মাঠে — মেঠো।

লাল — মানুষ —

নদী — ধান —

খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

মানুষ — অমানুষ ভালোবেসে —

দেশে — ভেজা —

ডাঙা —

গ) সমার্থক শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

মাঠ — ময়দান, খেত, প্রান্তর।

নদী —

ঘ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

নদী — কিশোরী —

ঙ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো : **(মান- ১)**

শঙ্খচিল —

কাঁঠাল ছায়া —

নবান্ন —

গন্ধভরা —

চ) কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অ) এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। উ:-

আ) শঙ্খচিল শালিকের বেশে। উ:-

ই) কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে। উ:-

ঈ) জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা। উ:-

ছ) শুদ্ধ রূপটি খাতায় লেখো : **(মান- ১)**

অ) শঙ্খচিল / শঙ্ক্ষচিল / শংখচিল। উ:-

আ) ঘুঙ্গুর / ঘুঙুর / ঘুঙূর । উ:-

ই) ক্ষেত / খেত / খেথ। উ:-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান-১)**

ক) কবি আবার কোথায় ফিরে আসতে চান?

উ:-

খ) মানুষ না হলেও কবি কী কী বেশে বাংলায় ফিরে আসতে চান?

উ:-

গ) কবি কী হয়ে নবান্নের দেশে আসতে চান?

উ:-

ঘ) নবান্ন কী?

উ:-

ঙ) কুয়াশার বুকে ভেসে কবি কোথায় আসতে চান?

উ:-

চ) হাঁসের লাল পায়ে কী বাঁধা থাকবে?

উ:-

ছ) সারাদিন কোথায় কেটে যাবে?

উ:-

জ) জলঙ্গী কী?

উ:-

ঝ) কলমি কী?

উ:-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "আবার আসিব ফিরে।"

কোন্ কবিতায় কে এই কামনা করেছেন? বক্তা কোথায় ফিরে আসতে চান? কেন তিনি ফিরে আসতে চান — লেখো।

(২+১+২ = ৫)

উ: প্রকৃতি প্রেমিক কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবি স্বয়ং এই কামনা করেছেন।

কবি তাঁর জন্মভূমি বাংলায় ফিরে আসতে চান।

কবির জন্ম বাংলায়। তাই বাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলার মতো এমন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ কোথাও তিনি খুঁজে পাননি। এখানে আম, জাম, কাঁঠালের বাগান, নদনদীর ঢেউয়ে ভেজা মাঠগুলোতে প্রচুর ফসল ফলে। এই বাংলায় হেমন্তকালে নতুন ধান উঠলে ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। বাংলার প্রিয় পাখি শঙ্খচিল, শালিক, কাক, বক প্রভৃতির কলকাকলিতে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। বাংলার এই চিত্ররূপ সৌন্দর্যময়তা কবিকে এতই মুগ্ধ করেছে যে, তাই তিনি যেন মৃত্যুর পরেও আবার এই বাংলায় জন্ম নেন সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন।

খ) 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবি যে সব নদী, গাছপালা ও পাখির উল্লেখ করেছেন তাদের নাম লেখো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) কবি কোন্ কোন্ বেশে আবার বাংলায় ফিরে আসতে চেয়েছেন এবং কেন? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঘ) "জলঙ্গীর ঢেওয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ ভাঙ্গায়"

"জলঙ্গীর ঢেওয়ে ভেজা" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? উদ্ধৃতি আলোকে বক্তার মনোভাবের বর্ণণা দাও। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

ঙ) "হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে"

নবান্ন কী? ভোরের কাক কথাটির তাৎপর্য লেখো। কবি কেন কাত্তির্কের নবান্নের দেশে ফিরে আসতে চান?(১+২+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

৫/ সঠিক উত্তর বাছাই করে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) কবি আবার ফিরে আসতে চান ..... তীরে। উ:-

(রূপসার/ধানসিঁড়ির/গঙ্গার)

খ) কবি কাক হয়ে আসবেন ..... নবান্নের দেশে। উ:-

(আশ্বিনের / কার্তিকের / অগ্রহায়ণের)

গ) কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে ..... পায়। উ:-

(লাল / নীল/হলুদ)

ঘ) কবি আসবেন ..... ছায়ায়। উ:-

(আমের/জামের/কাঁঠালের)

ঙ) সারাদিন কেটে যাবে ..... গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে। উ:-

(গুলঞ্চের/থানকুনির/কলমির)

পূর্ব-পশ্চিম

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কবির পরিচিতি: (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রিঃ)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিশিষ্ট বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালিতে ১৯০৩ খ্রিঃ ১৯ শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতা যুগ সচেতন ও আবেগে প্রগাঢ়। কবির রচিত গ্রন্থগুলো হল- উপন্যাস: 'বেদে', 'বিবাহের চেয়ে বড়', 'প্রাচীর ও প্রান্তর'। জীবনীগ্রন্থ: 'পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। গল্পগ্রন্থ: 'টুটা ফুটা', 'অকাল বসন্ত', 'অধিবাস', 'সারেঙ'।

কাব্যগ্রন্থ: 'আমবস্যা', 'আমরা', 'পূর্ব-পশ্চিম' ইত্যাদি।

কবিতার উৎস ঃ 'পূর্ব-পশ্চিম' কাব্যগ্রন্থ।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ 'পূর্ব-পশ্চিম' কবিতাটিতে কবি দুই বাংলার মধুর মিলনের দৃশ্য তুলে ধরেছেন। উভয় বাংলার মানুষ যেন একই বৃন্তের দুটি ফুল, একই মাঠের দুই ফসল। পিরের দরগা, স্তোত্রপাঠ আর আজান একই অসীম অনন্তকে খোঁজে। উভয় বাংলার হাসি, কান্না, সুখ, পিপাসা এক। ভূগোল, ইতিহাসেও দুই বাংলা এক। কাজেই রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুটি ভাগে বিভক্ত হলেও মনে প্রাণে দুই অংশের মানুষ পরস্পরের প্রতিবেশী। আমাদের মন এক, মাটি এক, মায়ামমতাও এক। উভয় বাংলাতেই একই নদী, একই জল, একই ঢেউ, একই গাছপালা রয়েছে। তাই শুধু ইংরেজ দেশকে ভাগ করে গেলেও আমাদের হৃদয়কে ভাগ করতে পারেনি। জলের প্রবাহ ও বায়ুকে যেমন আটকে রাখা যায় না, তেমনি উভয় বাংলার মিলনকেও কেউ আটকাতে পারবে না বলে কবির বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয় বাংলার কবি। আমাদের আশা যেমন এক, তেমনি ভালোবাসাও এক। উভয় বাংলাতেই রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। উভয় বাংলার মানুষই বাংলার জন্য সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে।

নীচের স্তবকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

"এক জল, এক ঢেউ, এক ধারা,
একই শীতল অতল অবগাহন, শুভদায়িনী শান্তি।
তোমার চোখের আকাশের রোদ
আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে;
আমার ভাবনার বাতাস
তোমার ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায়।
তোমার নারকেল সুপুরি, অশোক শিমূল,

আমার তাল খেজুর শাল মহুয়া - এক ছায়া এক মায়া।
একই মুকুল-মঞ্জরী।
তোমার ভাটিয়াল, আমার গম্ভীরা
তোমার সারি জারি-আমার বাউল।
এক সুর, এক টান, একই আকুলের আকুতি চলেছে
একই রূপনগরের হাতছানিতে।"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

অবগাহন — অতল—

আকুতি—

১/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

শীতল — অতল —

শান্তি —

খ) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

শীতল — জল —

মায়া — গম্ভীর —

গ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

শীতল —

অতল —

অবগাহন —

ভাটিয়াল —

বাউল —

ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো : **(মান- ১)**

অতল—

হাতছানি—

মুকুল মঞ্জরী —

সারি জারি—

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান-১)**

ক) 'আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে।' — কী এসে পড়ে?

উঃ-

খ) 'একই শীতল অতল অবগাহন' — 'অবগাহন' শব্দের অর্থ কী?

উঃ-

গ) ' ... এক ছায়া এক মায়া।' — কাদের 'এক ছায়া এক মায়া' বলা হয়েছে?

উঃ-

ঘ) 'ভাটিয়াল' কী?

উঃ-

ঙ) 'এক সুর এক টান' — 'এক সুর এক টান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "এক জল, এক ঢেউ, এক ধারা',

— কাদের সম্পর্কে কথাগুলো বলা হয়েছে? কীভাবে তারা 'এক জল, এক ঢেউ, এক ধারা' হল? (২+৩ = ৫)

উ: কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পূর্ব-পশ্চিম' কবিতায় পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের শীতলক্ষা, ভৈরব, কর্ণফুলি নদী এবং পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, শিলাবতী নদীর সম্পর্কে কথা গুলো বলা হয়েছে।

উপরিউক্ত নদীগুলোর উৎসস্থল কোনো বড়ো নদ বা নদী যাদের মূল উৎপত্তি ভারতেই কোনো না কোনো স্থান। বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত হয়ে বিভিন্ন নামে দুই দেশের মধ্যে প্রভাহিত হয়। সেদিক থেকে নদী গুলোর জল এক, ঢেউ এক, ধারাও এক। আবার উভয়দেশের এই নদীগুলোর দুকূল প্লাবিত হয়ে উভর শষ্যক্ষেত্র তৈরি হয়, উভয়দেশের নদীতে স্নান করলে শরীর শীতল হয়। উভয় দেশের নদীর জল ধারা দুই দেশকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। এই ভাবে এই নদী ধারা আবহমান কাল থেকে দুই বাংলার পরম কল্যাণ করে চলছে। তাই কবি 'এক জল, এক ঢেউ, এক ধারা'-র কথা বলেছেন।

খ) 'এক সুর, এক টান, একই আকুলের আকুতি চলেছে।'

— এখানে কোন্ সুর ও কোন্ টানের কথা বলা হয়েছে? 'একই আকুলের আকুতি' — কথাগুলোর অর্থ কী? (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

গ) 'তোমার ভাটিয়াল, আমার গম্ভীরা

তোমার সারি জারি - আমার বাউল।'

— 'ভাটিয়াল' ও 'বাউল' কী? 'ভাটিয়াল', 'বাউল', 'সারি', 'জারি' শব্দগুলোর দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

নীচের স্তবকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :-

"আমার একই বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল—
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখির আনাগোনা।
আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধো
আমি তোমার পিরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে,
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়—
আমাদের এক সুখ, এক কান্না, এক পিপাসা।
ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক,
এক মন, এক মানুষ, এক মাটি, এক মমতা।
আমরা পরস্পর পর নই - আমরা পড়শি
আর পড়শিই তো আরশির মুখ।"

১/ শব্দার্থ লেখো : **(মান- ১)**

পির — দরগা —

চেরাগ — অচিন —

আরশি —

২/ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

ক) বিপরীত শব্দ লেখো : **(মান- ১)**

সুখ — । কান্না— ।

বাঁধা — । মানুষ — ।

খ) পদ পরিবর্তন করো : **(মান- ১)**

ভূগোল — । ইতিহাস — ।

এক — । মাটি — ।

পরস্পর — ।

গ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **(মান- ১)**

পিপাসা — পরস্পর —

কান্না— বাঁধো —

ঘ) বাক্য গঠন করো : **(মান- ১)**

স্তোত্রপাঠ —

খাঁচা —

আনাগোনা —

মমতা —

পড়শি —

ঙ) শুদ্ধ রূপ লেখো : **(মান- ১)**

অ। মুকূল / মূকুল / মুকুল । উ:-

আ। দুর্বার / দূর্বার / দূরবার। উ:-

ই। স্থোত্র / স্তোতত্র /স্তোত্র। উ:-

ঈ। পিপাশা / পিপাসা/পিপাষা। উ:-

৩/ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান-১)**

ক) 'একই বৃন্তে দুই ফুল' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উঃ-

খ) বটের ঝুলিতে কারা সুতো বাঁধতে আসে?

উঃ-

গ) আজান কী? আজান কাকে ডাকে?

উঃ-

ঘ) পির কাদের বলা হয়?

উঃ-

ঙ) দরগা কী?

উঃ-

চ) পড়শি কীসের মুখ?

উঃ-

ছ) আমরা কোথায় এক ?

উঃ-

জ) স্তোত্রপাঠ কী?

উঃ-

৪/ রচনাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : **(মান- ৫)**

ক) "আমরা একই বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল।"

— পঙক্তিটি কার লেখা, কোন্ কবিতার অন্তর্গত? 'একই বৃন্তে দুই ফুল' ও 'এক মাঠে দুই ফসল' কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো। (২+৩ = ৫)

উ: .....

.....

.....

খ) "আমি তোমার পিরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।"

— কার লেখা? এখানে আমি কে? পির কাদের বলে? 'দরগা' ও 'চিরাগ'— শব্দদুটোর অর্থ কী? (১+১+১+২ = ৫)

উ: .....

.....

.....

পত্র রচনা

১। আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে পিতার নিকট পত্র লেখো।

সালেমা থেকে,
১৫ই মাচ, ২০২১ইং
পিন নং -৭৯৯২৭৮

পূজনীয় পিতা,

পত্রের প্রথমেই আপনি আমার প্রণাম নেবেন। আশা করি করুণাময়ের কৃপায় কুশলেই আছেন, আর কুশলে থাকাই কাম্য।

পত্র সমাচার এই যে, আপনি আমার বার্ষিক পরীক্ষার কথা জানাতে বলেছেন। তাই সংক্ষেপে পরীক্ষা প্রস্তুতির কথা জানাচ্ছি। আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি মোটামুটি ভালো হয়েছে। এখন পুরো সিলেবাসটা রিভিশন করছি। লক-ডাউন চলাকালীন সময়ে পড়াশোনায় যে ভাঁটা পড়েছিল তার অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। তবুও মনে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব, কী জানি কী হয়। মা বলেন ওটা কিছু নয়- এ হল 'Examination Fever'. পরীক্ষা শেষ তো Fever শেষ। আমিও নাছোড়বান্দা, ভালো ফল করে দেখাবোই। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুণ, যেন পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারি। আমার পরীক্ষা শেষে বাড়িতে এলে খুবই খুশি হবো। আপনার চাকুরির স্থানে বেড়াতে যাবো।

আর বিশেষ কিছু লিখছি না। পত্র লিখবেন আমাকে।

ইতি-
আপনার প্রিয় কন্যা
রিয়া

নাম ও ঠিকানা
প্রতি-দীপঙ্কর শর্মা
গ্রাম-মেলাঘর
ডাকঘর-মেলাঘর
পিন নং-৭৯৯০৪০
জেলা-সিপাহীজলা।

২। হাসপাতালের সামনে মাত্রা ছাড়া শব্দ মাইক বাজানো একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এই মর্মে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকটে পত্র লেখো।

মাননীয়
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
দৈনিক সংবাদ,
জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
পিন-৭৯৯০০১

বিষয় ঃ হাসপাতালের সামনে জোরে মাইক না বাজানোর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

আমরা, সালেমা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। সালেমা এলাকার সাধারণ মানুষের বিপদ-আপদের, শারীরিক অসুস্থতা থেকে আরোগ্যের একমাত্র ঠিকানা হল সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এলাকার সকল রোগীর একমাত্র চিকিৎসালয় এটি। পরিকাঠামোগত ভাবে হাসপাতালের রোগীদের প্রধান অন্তরায় হল হাসপাতাল সংলগ্ন ক্লাব, বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও বিভিন্ন সংগঠনগুলোর কয়েকদিন অন্তর অন্তর মাইক বাজানো। মাত্রাছাড়া মাইকের শব্দে বেশ কয়েকবছর যাবৎ এলাকার রোগীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এমনকি কয়েকজন রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, ততই আমাদের সকলের মঙ্গল। বর্তমানে এই সমস্যাটি দূরীকরণের জন্য আপনার পত্রিকায় এই পত্রটি তুলে ধরার এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ জানাই।

আশা করি, ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনি আমার পত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করবেন।

নমস্কারান্তে

শ্রীমতি দীপাঞ্জলি শর্মা

তাং-১৯-০৩-২০২১ইং
সালেমা, ধলাই, ত্রিপুরা।

উপরোক্ত পত্রগুলোকে অনুসরণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর পত্র রচনা করো।

১। সম্প্রতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনদুর্ভোগ চরমে উঠেছে। এ বিষয়ে সরকার ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্ট আকর্ষণের জন্য স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকের নিকটে পত্র লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট পত্র লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আরও জনসচেতনতা বাড়ানো দরকার। এ বিষয়ের ওপর স্থানীয় পত্রিকার কলামে কিছু কথা তুলে ধরার জন্য পত্রিকার সম্পাদকের নিকটে পত্র লেখো।

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

৪। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় একটি পত্র লেখো।

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

অনুচ্ছেদ রচনা

দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।"

সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য মনুষ্য জীবনের প্রধান ও অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান হল পরিবেশ। আর সমস্ত সজীব ও জড় উপাদান নিয়েই গঠিত হয়েছে এই প্রকৃতি ও পরিবেশ। প্রকৃতির কোলেই লালিত ও পালিত হয়েছিল মানবশিশু। এরপর বনবাসী মানুষ যখন ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান ও সভ্য হয়ে সমাজ গঠন করল, তখন থেকেই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু হল। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জল, মাটি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদিকে বিষাক্ত করে তুলল। তাই একবিংশ শতকে এসে আমরা আজ বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করছি। করোনার মতো মহামারী, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদির সম্মুখীন হচ্ছি। আজকের দুনিয়ায় এগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করাটা আমাদের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই মুক্ত ও সুন্দর প্রকৃতিকে দেখেই একদিন কবি গেয়েছিলেন—

"যেদিকে তাকাই জনপ্রাণী নাই
শুধু সবুজের মেলা।"

বিশ্ব পরিবেশ সংস্থা দূষণ রোধে নানা বিধিনিষেধ জারি করেছে, প্রতিবছর ৫ জুন দিনটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এরপরও আমরা কতটাই বা সচেতন হতে পেরেছি। তাই আর দূষণ নয়-সুস্থ, সুন্দর ও জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে কবির মতো শপথ নিয়ে আমাদেরকে বলতে হবে —

"প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে সকলকেই সচেতন ও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। নইলে আমাদের পরিত্রাণ নেই।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটিকে অনুসরণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর অনুচ্ছেদ রচনা করো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

আমাদের জাতীয় পতাকা

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

আমাদের ত্রিপুরা

খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতা

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আদর্শ নমুনা প্রশ্ন
বিষয়: বাংলা
শ্রেণি: অষ্টম

সময়: 3 ঘন্টা মোট নম্বর: 100

ক- বিভাগ (20 Marks)

নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (2 X10 = 20)

1. মামার একটি বাইক আছে। মামা যেখানেই যান তার সঙ্গী হল বাইকটি। বাইকটির রং লাল। বাইকটি দেখতে খুবই সুন্দর। বাইকটির কলকাতা থেকে ট্রেনে করে নিয়ে এসেছিলেন। (2 X 5 = 10)

ক) মামার কী আছে? (বাইক/ সাইকেল)

খ) বাইকটির রং____ । (কালো/ লাল)

গ) বাইকটি কোথা থেকে এনেছি? (কলকাতা/ আগরতলা)

ঘ) বাইকটি কীসে করে এনেছিল? (প্লেনে/ ট্রেনে)

ঙ) বাইকটি দেখতে খুবই _____। (সুন্দর/ খারাপ)

2. বালক অপুকে তার মা আজ প্রথম পাঠশালায় পাঠাচ্ছে। অপু মনে করে, শুধু দুষ্টু ছেলেদের পাঠশালায় পাঠানো হয়ে থাকে। অপুর বাবার নাম হরিহর। হরিহর অপুকে পাঠশালাই পৌঁছে দিল। অপু স্লেটে বড়ো বড়ো করে বানান লিখতে লাগলো। (2 X 5 = 10)

ক) বালক অপুকে তার পাঠশালায় পৌঁছে দিল। (মা/ বাবা)

খ) অপুর বাবার নাম কী? (হরিহর/ হরিহর রায়)

গ) অপু স্লেটে করে কী লিখতে লাগল? (ছবি/ বানান)

ঘ) অপু মনে করে ———— ছেলেদের পাঠশালায় পাঠানো হয়ে থাকে। (ভালো/ দুষ্টু)

ঙ) বড়ো বড়ো বানান কে লিখতে লাগল? (অপু/ অপুর মা)

খ - বিভাগ (40 Marks)

3. নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (1 X 5 = 5)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ বসু, মাতা জাহ্নবী দেবী। তাঁর প্রথম কাব্য ইংরেজি ভাষায় লেখা। তাঁর রচিত প্রহসন; 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', নাটক: শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি।

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম _____ খ্রি:। (১৮২৬/ ১৮২৮)

খ) মাইকেল মধুসদন দত্তের লেখা প্রথম কাব্য _____ ভাষায় লেখা। (বাংলা/ ইংরেজি)

গ) মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতার নাম কী? (রাজনারায়ণ বসু/ রাজনারায়ণ দত্ত)

ঘ) 'একেই কি বলে সভ্যতা' কী ধরনের রচনা? (নাটক/ প্রহসন)

ঙ) 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি কার লেখা? (মধুসূদন দত্ত/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

4. শূন্যস্থান পূরণ করো: (1 X 5 = 5)

(১৯০০, মনি, দশকোটি, পঁচিশ, নমস্কারে)

ক) 'অর্বুদ' মানে হল _____।

খ) ব্রহ্মচর্য _____ বছর বয়স পর্যন্ত পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর _____ সালে ত্রিপুরায় প্রথম বার আসেন।

ঘ) নয়নের _____ মোর নয়ন হারাবে।

ঙ) আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ _____।

5. শুদ্ধ রূপটি লেখো : (1 X 5 = 5)

ক) বিরুপ/ বিরোপ/ বিরূপ

খ) কুয়াশা/ কুয়াসা/ কূয়াশা

গ) দধিচি/ দধীচি/ দধীচী

ঘ) প্রতিক্ষা/ প্রতীক্ষা/ প্রোতিক্ষা

ঙ) আবিষ্কার/ আবিস্কার/ আবীষ্কার

6. নীচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লিখো : (1 X 5 = 5)

ক) সিভিলিয়ান শব্দের অর্থ ইংরেজি রাজকর্মচারী।

খ) 'লালু' গলে খুড়োর নাম গোপাল।

গ) যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।

ঘ) 'একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা' কবিতাটি রাসায়ন থেকে নেওয়া।

ঙ) যুগসন্ধির কবি বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

7. বিপরীত শব্দ লেখো : (1 X 5 = 5)

আহ্লাদ, নিস্পাপ, বন্ধ, প্রবল, ভীতু

8. পদান্তর করো : (1 X 5 = 5)

তুচ্ছ, দরদ, ছিন্ন, সমাজ, গঙ্গা

9. নীচের প্রশ্নগুলোর একটি বাক্যে উত্তর লেখো : (1 X 10 = 10)

ক) বনফুল কার ছদ্মনাম?

খ) লেখক কোন্ সময়ে বোলপুর স্টেশনে নামেন?

গ) শিরীষ কাগজ কী?

ঘ) ভূপেন দত্ত কার ছোট ভাই?

ঙ) সুনামি কী?

চ) দ্রোণ কী?

ছ) কবি সুখে কী অন্বেষণ করতে বলেছেন?

জ) উমা কে?

ঝ) বিচারের বাণী কীভাবে কাঁদে?

ঞ) ঝর্ণার সঙ্গে কার সখ্যতা?

গ - বিভাগ (40 Marks)

10. শব্দার্থ লেখো: (1 X 5 = 5)

ঠুলি, ধবল, চেরাগ, শিক্ষানবিশ, নেত্র

11. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো: (1 X 3 = 3)

রাজপথ, নবান্ন, মধুকর

12. সন্ধি বিচ্ছেদ করো: (1 X 4 = 4)

পবিত্র, নবান্ন, নিষ্পাপ, বজ্রাহত

13. বাক্য রচনা করো: (1 X 3 = 3)

ডিঙ্গা, কুশল, হিতসাধন

14. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (যে কোন্ তিনটি) (5 X 3 = 15)

ক) জাতীয়তাবোধ কী ? স্বামী বিবেকানন্দ কেন দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন ? (2+3 = 3)

(গদ্য জাতীয়তাবোধ)

খ) "মড়াটা' সত্যিই যেন নড়ে উঠল।"

- কে, কাকে এই কথা বলেছিল ? 'মড়াটা' কীভাবে নড়ে উঠেছিল ? (গদ্য- লালু) (2+3 = 3)

গ) "তোরে শিক্ষা করাইলে বইবে অখ্যাতি।" (পদ্য- একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা)

- কে, কার প্রতি এই উক্তি করেছেন ? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে অখ্যায়িত কারণ বর্ণনা করো। (2+3 = 3)

ঘ) সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা

স্বদেশের শুভ সমাচার।"

- 'সুধাকর' কী ? সুধার চেয়েও মূল্যবান কী এবং তা কীভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করে বুঝিয়ে লেখো। (পদ্য- স্বদেশ) (2+1+2 = 5)

ঙ) "কী যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।"

- কে, কেন পাথরে মাথা কুটে মরেছে ? লাইনটির তাৎপর্য লেখো। (পদ্য- প্রশ্ন) (1+2+2 = 5)

15. পত্র লেখো: (1 X 5 = 5)

বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে পিতার নিকট পত্র লেখো।

(অথবা)

তোমার বিদ্যালয়ে একটি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের কথা জানিয়ে প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকার কাছে পত্র লেখো।

16. অনুচ্ছেদ রচনা লেখো: (1 X 5 = 5)

ক) ত্রিপুরার দর্শনীয় স্থান।

খ) ছাত্রজীবনে সময়ের মূল্য।

গ) তোমার জীবনের লক্ষ্য।

আদর্শ নমুনা প্রশ্ন
বিষয়: বাংলা
শ্রেণি: অষ্টম

সময়: 3 ঘন্টা **মোট নম্বর: 100**

ক- বিভাগ (20 Marks)

নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (2 X10 = 20)

1. দাদুর একটা ছাতা আছে। দাদু যেখানেই যান তার সঙ্গী হল ছাতা। ছাতাটা কাঁধে নিয়ে চলেন। ছাতার রং কালো। দাদুর ছাতাটি খুব মজবুত।

(2 X 5 = 10)

ক) ছাতার রং কী? (লাল/ কালো)

খ) কার ছাতা খুব মজবুত (দিদার/ দাদুর)

গ) ছাতাটি _____ সঙ্গী। (দাদুর/ দিদার)

ঘ) দাদুর একটা _____ আছে। (লাঠি/ ছাতা)

ঙ) ছাতাটি কে কাঁধে নিয়ে চলেন? (দাদু/ ঠাকুরদা)

2. বালক অপুকে তার মা আজ প্রথম পাঠশালায় পাঠাচ্ছে। অপু মনে করে, শুধু দুষ্টু ছেলেদের পাঠশালায় পাঠানো হয়ে থাকে। অপুর বাবার নাম হরিহর। হরিহর অপুকে পাঠশালাই পৌঁছে দিল। অপু স্লেটে বড়ো বড়ো করে বানান লিখতে লাগলো। (2 X 5 = 10)

ক) বালক অপুকে প্রথম কে পাঠশালায় পৌঁছে দিল?

খ) অপু কীভাবে বানান শিখতে লাগল?

গ) বড়ো বড়ো করে কে বানান লিখতে লাগল?

ঘ) অপুর বাবার নাম _____। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

ঙ) বালক অপুকে তার _____ আজ প্রথম পাঠশালায় পাঠাচ্ছে। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

খ - বিভাগ (40 Marks)

3. নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (1 X 5 = 5)

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। এই শহর থেকে প্রায় ৫৫ কিমি দূরে রাজ্যের অন্যতম শহর উদয়পুর। উদয়পুরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৫১ টি শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম 'ত্রিপুরেশ্বরী' মন্দির। ১৫০১ সালে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্য এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা,

ক) ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির _____ সালে নির্মান করা হয়েছিল। (১৫০১/ ১৫০২)

খ) উদয়পুর যে শক্তিপীঠটি অবস্থিত তার নাম কী? (চৌদ্দদেবতা মন্দির/ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির)

গ) ত্রিপুরার রাজধানীর নাম কী? (উদয়পুর/ আগরতলা)

ঘ) আগরতলা শহর থেকে উদয়পুরের দূরত্ব কত কিমি? (প্রায় ৬৫ কিমি/ প্রায় ৫৫ কিমি)

ঙ) ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির কোন্ রাজা প্রতিষ্ঠা করেন? (রাজা ধন্যমানিক্য/ রাজা গোবিন্দমানিক্য)

4. শূন্যস্থান পূরণ করো: (1 X 5 = 5)

(মা, বিভীষিকা, বাংলার, ফুল)

ক) আবার আসিব আমি _____ নদী মাঠ খেত ভালোবাসে।

খ) আমরা একই বৃন্তে দুই _____, এক মাঠে দুই ফসল।

গ) নিমন্ত্রণ বড়ো নয়, _____ ডেকেছে সেইটিই বড়ো।

ঘ) হে ভারত, ইহাই প্রবল _____।

ঙ) ভারতকে পাওয়া যাবে _____, শহরে নয়।

5. শুদ্ধ রূপটি লেখো : (1 X 5 = 5)

ক) চট্টোপাধ্যায়/ চট্রোপাধ্যায়/ চট্টপাধ্যায়

খ) রূঢ়/ রুড়/ রুঢ়

গ) পাশ্চাত্ত/ পাশ্চাত্য/ পাশ্চাত্ত্য

ঘ) দুর্বার / দূর্বার/ দুরবার

ঙ) উত্তান/ উত্থান/ উত্থাণ

6. নীচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লিখো : (1 X 5 = 5)

ক) 'আশ্রম স্মৃতি' পাঠ্যাংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর লেখা।

খ) মেয়েটি কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল।

গ) যুগান্তরের আড্ডাটা নাকি একটা বিপ্লবের কেন্দ্র।

ঘ) মহাভারতের ১৭ টি পর্ব।

ঙ) যুগসন্ধির কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

7. বিপরীত শব্দ লেখো : (1 X 5 = 5)

অভিশাপ, পার্থক্য, গ্রাহ্য, নীরব, স্বস্তি

8. পদান্তর করো : (1 X 5 = 5)

দেশ, পাহাড়, তৃষ্ণা, অন্তর, লুপ্ত

9. নীচের প্রশ্নগুলোর একটি বাক্যে উত্তর লেখো : (1 X 10 = 10)

ক) 'রাজর্ষি' পাঠ্যাংশটি কোন্ উপন্যাস থেকে সংকলিত?

খ) বিবেকানন্দ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

গ) কোন্ গল্পের জন্য শরৎচন্দ্র 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করেন?

ঘ) সিভিলিয়ান ছাত্র বলতে কী বোঝ?

ঙ) গুরুদেব লেখকে কী বলেছিল?

চ) দ্রোণ কে?

ছ) 'স্বদেশের শাস্ত্র' - বলতে কী বোঝ?

জ) 'তিনি' শব্দের অর্থ কী?

ঝ) বিচারের বাণী কীভাবে কাঁদে?

ঞ) নবান্ন কোন্ মাসে অনুষ্ঠিত হয়?

গ - বিভাগ (40 Marks)

10. শব্দার্থ লেখো: (1 X 5 = 5)

নবান্ন, চেরাগ, বাপান্ত, বীথি, খানাতল্লাশি

11. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো: (1 X 3 = 3)

রণক্লান্ত, ধবলবক, শাকসব্জি

12. সন্ধি বিচ্ছেদ করো: (1 X 4 = 4)

সময়াভাব, পুরোহিত, রাজর্ষি, কুলিমজুর

13. বাক্য রচনা করো: (1 X 3 = 3)

সুদর্শন, শঙ্কা, মানবতা

14. **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : (যে কোনো তিনটি)** (5 X 3 = 15)

ক) ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল লেখো। (গদ্য- ভূমিকম্প: এক বিপর্যয়) (2+3 = 3)

খ) 'দিঘির নাম হয় 'কল্যান সাগর"

- কোথায় অবস্থিত? কার নাম অনুসারে দিঘিটির নাম হয় কল্যাণ সাগর? সেই দিঘিতে কী কী লেখা আছে?

(গদ্য- শক্তি পীঠ উদয়পুর) (2+3 = 3)

গ) "এক জল, এক ঢেউ, একধারা"-

- কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ? তাৎপর্য লেখো।

(পদ্য- পূর্বপশ্চিম) (2+3 = 3)

ঘ) 'আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়'।

- কোন্ কবির এই উক্তি? তিনি কেন এই বাংলায় আবার ফিরে আসতে চান। (পদ্য- আবার আসিব ফিরে) (1+4 = 5)

ঙ) "তোমরা কী মনে কর তোমরা ভারত শাসন করতে পার?"

- প্রশ্নটি কে, কাদের উদ্দেশ্যে করেছে? প্রশ্নকর্তা কী উত্তর পেয়েছিল? (গদ্য- এসেছে সে একদিন) (2+3 = 5)

15. পত্র লেখো: (1 X 5 = 5)

বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে মাতার নিকট পত্র লেখো।

(অথবা)

তোমার বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগারের উপকারিতা জানিয়ে প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকার কাছে পত্র লেখো।

16. অনুচ্ছেদ রচনা লেখো: (1 X 5 = 5)

ক) ত্রিপুরার পর্যটন শিল্প।

খ) খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা।

গ) তোমার জীবনের লক্ষ্য।